গায়ত্রী পরিচয়

যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বগতো নিত্যং তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥

মহাভারত শান্তি-পর্ব্ব ৪৮।৮৩

প্রথম সংস্করণ

রায় সাহেব
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়—বি, এল।

গায়ত্রী পরিচয়

মাধিপূরা তত্ত্ব সভায় আলোচিত

শ্রাবণ ১৩৩১ সাল
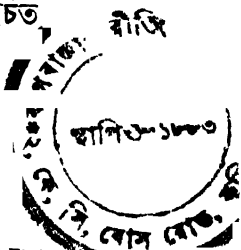
যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বতশ্চ যঃ ।
যশ্চ সর্ব্বগতো নিত্যং তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥

মহাভারত শান্তি-পর্ব্ব ৪৮।৮৩

রায় সাহেব
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—বি, এল

মাধিপূরা
জিলা ভাগলপুর

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

উপক্রমণিকা

গত বৎসর শ্রাবণ মাসে স্থানীয় তত্ত্ব সভায় গায়ত্রী তত্ত্ব হিন্দি ভাষায় আলোচনা করিয়াছিলাম, সেই আলোচনার সারাংশ লইয়া এই 'গায়ত্রী পরিচয়" বঙ্গ ভাষায় সঙ্কলিত হইল। বেদ বেদান্ত পুরাণ উপপুরাণাদি শাস্ত্র যাহাব পরিচয় দিতে অক্ষম তাহার পরিচয় সামান্য পুস্তিকায় সম্ভব নহে; এই জন্য ইহার পাণ্ডুলিপি কতিপয় স্বধর্ম্মানুরাগী পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল ও তাঁহাদের উপদেশানুসারে সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই মহাত্মাদের অনুমোদিত না হইলে ইহা প্রকাশিত করিতে সাহসী হইতাম না। ইহাতে কোন নূতন তথ্যের বা অর্থের সংযোজনা করা হয় নাই কেবল পূর্ব্বতন মহানুভব-দিগের প্রযত্নলব্ধ প্রসূনগুলি চয়ন করিয়া গ্রথিত করিয়াছি। ইহার সংযোজন সুত্রটি মাত্র আমার। গ্রন্থন বৈগুণ্যে, যাহা অশোভন দৃষ্ট হইবে সে দোষ সম্পূর্ণ ই আমার নিজস্ব।

যাহাতে আর্য্য সন্তানগণের স্বধর্ম্মে অনুরাগ বৃদ্ধি হয় তাহাই আমার উদ্দেশ্য। জিজ্ঞাসু হইয়াই "গায়ত্রী পরিচয়" প্রকাশিত করিলাম। সনাতন ধর্ম্মের হিতাকাঙ্ক্ষী মহাজনগণের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা, সদুপদেশ দানে গায়ত্রী তত্ত্বের সুমীমাংসায় সাহায্য করিবেন।

সাধকাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত সাধন সমর প্রণেতা প্রমুখ সুধীবর্গের প্রকাশিত উপদেশ হইতে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার পাণ্ডুলিপি পাঠ ও অনুমোদন করিয়াছেন। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য মহাশয় ইহার পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করিয়াছেন। বিগত ব্রাহ্মণ মহাসভার অধিবেশনে একখণ্ড পাণ্ডুলিপি বর্দ্ধমান প্রেরিত হইয়াছিল—শুনিয়াছি তথায় ইহা ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছিল। স্বনাম খ্যাত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কয়েকটী মূল্যবান উপদেশ দান করিয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন।

মাধিপুরা, জিলা ভাগলপুর
বৈশাখ
১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

বিনয়াবনত
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

গায়ত্রী পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূচনা

কথিত আছে যে, ওঁকার কে বিবৃত করেন গায়ত্রী এবং গায়ত্রী বেদ মাতা। বেদ শাস্ত্র, পুরাণ, উপপুরাণাদি গায়ত্রীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র।

প্রণবাদি সপ্ত ব্যহৃত্যু-পেতাং শিরঃ সমেতাং সর্ব্ববেদ-সারমিতি বদন্তি (শাঙ্কর ভাষ্য)।

আচার্য্যেরা, ক্ষীণ বুদ্ধি আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নানা প্রকারে গায়ত্রীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে সমস্ত ব্যাখ্যা সংস্কৃত ভাষায়, এবং সচরাচর সকলের আয়ত্ত ও সুগম নহে। সুধীগণ বঙ্গভাষাতেও ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ও বিশদ ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটে নাই। অত্রস্থ তত্ত্ব-সভার সভ্য মণ্ডলী মাতৃভাষায় প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার অয়োজন অনেকদিন হইতেই করিতেছিলেন তাঁহাদের সমবেত উদ্যোগের ফলে এই প্রয়াস। আশাকরি গুণগ্রাহী সুধীগণ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন ও আমাদের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করাইয়া যাহাতে ব্যাখ্যাটি যথাযথ অর্থ প্রকাশের সহায়ক হয় সেইরূপ উপদেশ দানে অনুগৃহীত করিবেন।

অর্থবোধের প্রয়োজন

কেহ হয়ত বলিবেন মন্ত্রের অর্থবোধ নিষ্প্রয়োজন। উচ্চারণকারীর অর্থবোধ না হইলেও মন্ত্র নিজ শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। উচ্চারণ কর্ত্তা বুঝুন বা না বুঝুন যাঁহার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় উহা তাঁহার পক্ষে অবোধ্য নহে। কাজেই ফল অনিবার্য্য।

অপরে বলিবেন অর্থানভিজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারণ সম্পূর্ণ নিরর্থক ও তাঁহার শ্রম পণ্ডশ্রম মাত্র। যেমন অমূল্য রত্নরাজি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ভারবাহী পশু রত্নের ফলভোগী হয় না, অর্থানভিজ্ঞ দ্বিজের মন্ত্রোচ্চারণ সেইরূপ নিষ্ফল। এমন কি তাঁহাকে বাক্য দ্বারা সম্ভাষণ করিতেও নাই—

যথা পশুর্ভার-বাহী ন তস্য ভজতে ফলম্।
দ্বিজস্তথা নার্থাভিজ্ঞো ন বেদ ফলমশ্নুতে॥
পাঠমাত্ররতান্ নিত্যং দ্বিজাতীং শ্চার্থ বর্জ্জিতান্।
পশূংস্তানিব তান্ প্রাজ্ঞো বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥

(ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব ধৃত ব্যাসবচন

প্রত্যুত মন্ত্রপাঠ সাধনার অঙ্গ; সাধনা সাধকের উন্নতির জন্য, সাধ্যের উপকারের জন্য নহে। সাধ্য ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু সাধক সর্ব্বজ্ঞ নহে। মন্ত্রার্থ জ্ঞাত হইলে তাহার যথাযথ উচ্চারণে সাধকের চিত্ত বিকশিত হয়। এই বিকাশের সাহার্য্যার্থেই সাধনা। অপিচ মন্ত্রের অর্থ না বুঝিয়া কোন মন্ত্র আবৃত্তি করিতে অনেকে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানিগণ সম্মত নহেন। তাঁহারা কেবল শাস্ত্রানুযায়ী মন্ত্র আবৃত্তি করিতে শ্রদ্ধাপর নহেন। যতক্ষণ অর্থ বোধ না হইবে ততক্ষণ তাঁহাদের শ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা নাই।

সত্য বটে, বাষ্পীয় শকটের চক্রের ন্যায় অচেতন পদার্থেও ক্রমাগত

এক সুরে, দ্রুতগতি স্পন্দন ফলে তাহার আণবিক সংস্থান বিপর্য্যস্ত হয় কিন্তু যে পরিমাণ শক্তি অপচয় করিয়া এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় তাহার অতি ক্ষুদ্রাংশ দ্বারা অতি স্বল্পকালে এই পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইতে পারিত, যদি ঐ শকটচক্র চেতন ধর্ম্মী হইয়া জ্ঞানতঃ ঐ স্পন্দন আবর্ত্তে পরিভ্রমণ করিত। সেইজন্য তোতা পাখীর হরিনাম একবারে নিরর্থক নহে। শব্দ ব্রহ্মের স্পন্দন-ফল অবশ্যম্ভাবী হইলেও অনভিজ্ঞের পক্ষে ইহা সুদূর পরাহত। মৌখিক আবৃত্তি কেবল স্থূল শরীরকে ক্রিয়াশীল করে আর জ্ঞানপূর্ব্বক আবৃত্তি সূক্ষ্ম দেহগুলিকেও ক্রিয়াশীল করে। (সূক্ষ্ম দেহগুলির বিষয় পরে আলোচিত হইয়াছে)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদিক গায়ত্রী

যিনি যথাযথ উচ্চারিত হইলে সাধককে ত্রাণ করেন তিনিই গায়ত্রী।

গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীয়ং ততঃ স্মৃতা। (ব্যাসঃ) ইহার শব্দময় রূপ যথা :—

ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ ... (মহাব্যাহৃতি)

ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং, } ব্যাহৃতি (ক)

ওঁ তৎসবিতুবরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ } মূল গায়ত্রী (খ)

ওঁ আপো জ্যোতারসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ } গায়ত্রী শির(গ)

লক্ষ্য করিতে হইবে যে সব্যাহৃতি সশিরস্ক গায়ত্রীতে ওঁকার দশধা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সাতটি ব্যাহৃতির প্রত্যেকটির সহিত্ ওঁকার যুক্ত আছে।

বৈদিক মন্ত্র মাত্রেরই ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ এবং প্রয়োগ উল্লিখিত হয়। মন্ত্রগুলি ভ্রম প্রমাদযুক্ত মনুষ্য কল্পিত শব্দ সমষ্টি নহে। ইহারা সনাতন সত্যের প্রকাশক। যে সত্যসঙ্কল্প পবিত্র চেতা ঋষি (ঋষ্ ধাতু দর্শনার্থক) সাধন বলে অন্তশ্চক্ষু দ্বারা এই মন্ত্র নিহিত সত্য জ্ঞানপ্রত্যক্ষ করেন তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি।

যে ঝঙ্কারে সেই সত্য, দ্রষ্টার হৃদয়কে স্পন্দিত করিয়া স্বতঃই বাক্যে প্রকাশিত হয় তাহাই সেই মন্ত্রের ছন্দঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ ত্রিপদী ও প্রত্যেক পদ অষ্টাক্ষর যুক্ত অর্থাৎ ইহা চতুর্বিংশতি অক্ষর যুক্ত। বরেণ্যং শব্দটিকে বরেণীয়ং উচ্চারণ করিতে হইবে। যথা স্থানে আমরা প্রত্যেক অংশের ঋষি, ছন্দঃ, উপলক্ষণীয় দেবতা ও প্রয়োগের আলোচনা করিব।

এই বৈদিক গায়ত্রী ভিন্ন আর একটি সংক্ষেপ গায়ত্রী আছে, সেটি তান্ত্রিক গায়ত্রী। আমরা পশ্চাৎ তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বৈদিক গায়ত্রী ঋগ্বেদোক্ত সূক্ত ৩-৫-১০ এবং সাম বেদোক্ত ২-৬-৩-১০-১ মন্ত্রের অংশ বিশেষ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওঁকার (প্রণব)

ওঁকারে সাড়ে তিন মাত্রা আছে যথা—অকার+উকার+মকার+৺ নাদবিন্দু। নাদবিন্দুকে অর্দ্ধমাত্রা বলা হয়ঃ— অ+উ+ম্+৺ একত্রে=ওঁ রূপ ধারণ করে। বৃহদারণ্যক ছান্দোগ্য, মাণ্ডুক্য ইত্যাদি নানা উপনিষদে ইহার বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা আছে আমরা কিন্তু বুঝিবার সুবিধার জন্য কেবল মাণ্ডুক্য শ্রুতি অবলম্বন পূর্ব্বক ওঁকার তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিব।

মাণ্ডুক্য বলেন—

"ওঁমিত্যেতদক্ষর মিদং সর্ব্বং"

ওঁকার নামক এই অক্ষরটি এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎ। বিশ্ব সংসারে যেখানে যাহা কিছু তাহা ইহাই।

আবার বলেন—

ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব।
যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব॥

ভূত, ভবিষ্যত বর্ত্তমান যাহা ছিল, থাকিবে ও আছে তৎসমস্তই ওঁকার, আবার যাহা কিছু এই ত্রিকালের অতীত তাহাও ওঁকার। আরও বলেন, যেমন এই ওঁকার মধ্যে অকার+উকার+মকার+নাদবিন্দু এই চারিটি বিভাগ আছে, তদ্রূপ 'এই ব্রহ্মও চতুষ্পাদ এবং এই স্থূল সূক্ষ্ম, কারণ ও কারণাতীত, এই ব্যক্ত জগৎ ও অব্যক্ত যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্ম। এই প্রত্যেক জীব হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা ও ব্রহ্ম।

সর্ব্বংহ্যেতে ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম।
সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২

বিশ্বসৌধ যখন বীজভাবে বিশ্বকর্ত্তার সঙ্কল্পে মাত্র অবস্থিত তাহাই ইহার "কারণ" অবস্থা ; যখন ইহা ক্রমশঃ তাঁহার মানসপটে বিশিষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ফুটিয়া উঠে তখনই ইহার 'সূক্ষ্মাবস্থা' এবং যখন সেই মানসাঙ্কিত মূর্ত্তি স্থূল উপাদানে গঠিত হইয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তখনই ইহার 'স্থূল' অবস্থা। ঠিক যেন ইনজিনিয়ার সৌধ গঠনের সঙ্কল্প করিলেন। প্রথমতঃ এই সৌধ কিরূপ আকারের হইবে কিছুই নিশ্চিত নাই একটা অস্পষ্ট ছায়া মত সঙ্কল্পই উঠে, দ্বিতীয়তঃ তিনি অনেক চিন্তার পর প্রস্তাবিত সৌধের একটা ধ্যানমূর্ত্তি "নক্সা" মনে মনে অঙ্কিত করেন ক্রমশঃ প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ অঙ্কিত হইয়া একটী বিশাল সৌধ বিশিষ্ট-মূর্ত্তিতে তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠে। সর্ব্ব শেষে ঐ মনঃ কল্পিত সৌধ স্থূল উপাদানে গঠিত হইয়া স্থূল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। প্রথম অস্পষ্ট কল্পনা-মূর্ত্তি সৌধের "কারণ" অবস্থা, ইহার দ্বিতীয় মনঃকল্পিত মূর্ত্তি "সূক্ষ্মাবস্থা",—তৃতীয় ব্যক্ত মূর্ত্তি "স্থূল" অবস্থা। বীজ কারণ ও বৃক্ষ তাহার স্থূল পরিণতি।

পূর্ব্ব কথিত চতুষ্পাদ কি কি তাহা দেখা যাউক। পাদ অর্থে 'অবস্থা' বুঝিয়া লইলে ক্ষতি নাই। আমরা নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রগুলিতে প্রথমে পদানুসারি অর্থ ও পরে ভাবার্থ বুঝিবার চেষ্টা করিব।

১ম পাদ। স্থূল অবস্থার জ্ঞাপক

জাগরিতস্থানো বহিঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩

যিনি জাগ্রৎ অবস্থার অধিষ্ঠাতা, জাগ্রদভিমানী, বাহ্য বিষয় সমূহে

প্রজ্ঞাবান্, সপ্তাবয়ব, উনবিংশতি মুখ বিশিষ্ট, স্থূলভোগী তাঁহার নাম বৈশ্বানর। তিনি প্রথম পাদ।

ইনি স্থূল শরীরাভিমানী, স্থূল বিশ্ব হইতে অভিন্ন, ইনি সমষ্টিতে "বিরাট পুরুষ"। ইনি স্থূল জগতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক), পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) পঞ্চ প্রাণ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান) এবং চারিটী অন্তরিন্দ্রিয় (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার ; মোট উনিশটি উপলব্ধি দ্বার দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন। দ্যুঃলোক ইঁহার মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য ইঁহার চক্ষু, দিক্ ইঁহার কর্ণ, বেদ ইঁহার বাণী, বায়ু ইঁহার প্রাণ, বিশ্ব ইঁহার হৃদয় এবং পৃথিবী ইঁহার চরণ (মুণ্ডক উপনিষদ ২।১।৪) এই সাতটী অবয়ব তাঁহার। একবার মানসপটে এই বিশ্ব বিস্তৃত চিত্রটি আঁকিয়া প্রণিধান করা কর্ত্তব্য নয় কি ?

এক কথায় ইনি ব্যষ্টি স্থূল শরীরাভিমানী জীব সমূহের সমষ্টি, বিশ্বপুরুষ, বৈশ্বানর বা বিরাট পুরুষ। যেমন ব্যষ্টি বৃক্ষের সমষ্টি বন, তেমনই জীব-সমষ্টি এই বিরাট পুরুষ।

এই প্রথম পাদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন 'অকার' মাত্রা। যখন বিশ্বকর্ত্তা স্থূল বিশ্ব রচনা করিয়াছেন তখনই তিনি এই পাদে অবস্থিত।

২য় পাদ সূক্ষ্ম অবস্থারজ্ঞাপক

> স্বপ্নস্থানোঽন্তঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ
> প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪

পূর্ব্বোক্ত সপ্তাঙ্গ বিশিষ্ট ও একোনবিংশতি উপলব্ধি দ্বার বিশিষ্ট অন্তরস্থ সূক্ষ্ম বিষয়-সংস্কার ভোগী। অন্তরিন্দ্রিয় মনদ্বারা অনুভব করেন বলিয়া ইনি সূক্ষ্ম তৈজসপুরুষ (মন তেজস্তত্ত্ব নির্ম্মিত ইহা পরে আলোচিত হইবে) এবং স্বপ্নাবস্থার অভিমানী।

স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার পার্থক্য কি একবার দেখিয়া লওয়া উচিত। বাহ্য পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যখন ঘুমাইয়া পড়ে অর্থাৎ কর্ম্ম বিমুখ হয়—অথচ মন এককই—পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি বা সংস্কার ঐ দশ ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতিরেকেও ভোগ করে তাহাই স্বপ্নাবস্থা। সেইজন্য দশটী ইন্দ্রিয় ঘুমাইলেও ঊনবিংশতি উপলব্ধি দ্বার বিশিষ্টের ন্যায় বিষয় গ্রহণ চলিতে থাকে। স্বপ্নাবস্থাটী অনুধাবন করিলে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। এইজন্য এই সূক্ষ্ম সংস্কার ভোগী সূক্ষ্ম শরীবাভিমানী সমষ্টিভূত পুরুষের নাম তৈজস পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভ।

ইঁহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন উকার মাত্রা। বিশ্বকর্ত্তার স্বপ্ন অবস্থা তখন, যখন বিশ্ব তাঁহার কল্পনায় ফুটিয়াছে কিন্তু স্থূলে ব্যক্ত হয় নাই ইহা স্থূল বিশ্ব রচনার অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা। বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বের প্ল্যানটি মনে আঁকিয়াছেন মাত্র, স্থূলে গঠন করেন নাই কিন্তু সূক্ষ্মে নিখুঁত ভাবে গড়িয়াছেন।

৩য় পাদ। কারণ অবস্থার জ্ঞাপক

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে
ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্।
সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞান ঘন এবানন্দময়োহ্যানন্দ
ভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ॥ ৫

যে অবস্থায় সুপ্ত পুরুষ কোন কাম বা ভোগেচ্ছা কামনা করেন না, কোন স্বপ্ন দেখেন না, তাহা সুষুপ্তি অবস্থা। সেই সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তিনি সুষুপ্তিতে অভিমান করেন বলিয়া তাঁহাকে বলা হয়—সুষুপ্তিস্থান।

জাগরণ ও স্বপ্ন অবস্থায় বিশ্বের পৃথক পৃথক বস্তুর পৃথক পৃথক বোধ

বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিতে এই পৃথক বোধ থাকে না, সব একাকার হইয়া যায়। সেইজন্য সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে একীভূত বলা হয়। এই সময় বিভিন্ন বস্তুর পৃথক পৃথক সত্তা অনুভূত হয় না। অর্থাৎ নানা বস্তুর নানাপ্রকার জ্ঞান মিশ্রিতের ন্যায় থাকে বলিয়া সুষুপ্তির অভিমানী পুরুষকে 'প্রজ্ঞান ঘন' বলা হয়। সে সময়ে বস্তুর জাতি, গুণ ক্রিয়া ইত্যাদির পৃথক বোধ থাকে না— থাকে একটা মিশ্রিত জ্ঞান তাই ইনি প্রকৃষ্ট জ্ঞান মূর্ত্তি। যে কোন বিষয় মনের সম্মুখে উপস্থিত হয় তৎক্ষণাৎ মন সেই বিষয় আকারে স্পন্দিত হয়। সে স্পন্দন যতই অল্প হউক তাহাতেও আয়াস থাকে ; কিন্তু বিষয় অনুভবের কোন প্রকার ক্লেশ সুষুপ্তিতে থাকে না বলিয়া সুযুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে আনন্দময় বলা হয়, তখন অভাব বোধের সম্পূর্ণ অভাব হয় (Want of Want)। অনুভব দ্বার সকল বোধ লক্ষণ যুক্ত হইয়া বিজ্ঞান-ময়াভিমানী হন বলিয়া ইনি চেতোমুখ হয়েন। এখন আর উনবিংশতি দ্বার নাই মাত্র চেতোমুখ আছে।

সুষুপ্তিতে সম্পূর্ণ জ্ঞানের লোপ হয় না। নিদ্রাভঙ্গে "সুখমহং অস্বাপ্সম্ ন কিঞ্চিদবেদিষম্" সুখে ঘুমাইয়াছি আর কিছু মনে নাই—এইরূপ মনে হয়। আবার সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম পরে ও সেই আমিই বর্ত্তমান রহিয়াছি এই জ্ঞানটি বলবৎ থাকে।

সুষুপ্তিতে জাগ্রতের মত ভোগেচ্ছা থাকে না। স্বপ্নের মত কোন ভোগেচ্ছা থাকে না। এ অবস্থায় উনবিংশতি মুখের স্থলে এক মাত্র চেতোমুখ বোধ লক্ষণ মাত্র থাকে। এই সমষ্টি পুরুষে সমস্ত সংস্কারগুলি বীজ ভাবে অবস্থিতি করে। যেন গাঢ় কুজ্ঝটিকায় নিখিল বিশ্ব আচ্ছাদিত হইয়া সব একাকার দেখায় ও পৃথক সত্তালোপ পায়।

ইহাঁর নাম প্রাজ্ঞ পুরুষ। ইনিই জগৎ কারণ ঈশ্বর, ইহাঁর সাঙ্কেতিক

চিহ্ন মকার মাত্র। ইনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী সকলের নিয়ামক ও সকলের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অনুলোম অভিব্যক্তির কালে, যখন কারণ হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে ক্রমশ স্থূল জগৎ সৃষ্টি হইতে থাকে অর্থাৎ সৃষ্টি প্রারম্ভে সকলকে সঞ্চালিত করেন। ইনিই জাগ্রদবস্থায় স্থূল জগতের জ্ঞাতা, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম জগতের জ্ঞাতা, আর সুষুপ্তি অবস্থায় এই দুয়ের কারণ স্বরূপ মূল অবিদ্যাকেও ইনি জানেন সেইজন্য সর্ব্বজ্ঞ, যিনি জাগ্রতে দর্শন করেন স্বপ্নে স্মরণ করেন, তিনিই এই দুইয়ের অভাবে সুষুপ্ত।

৪র্থ পাদ। স্বরূপ অবস্থার জ্ঞাপক

নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং
ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং না প্রজ্ঞং
অদৃষ্টং অব্যবহার্য্যং অগ্রাহ্যং অলক্ষণং
অচিন্তং অব্যপদেশ্যং
একাত্ম প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপসমং শান্তং শিবং
অদ্বৈতং চতুর্থং মন্বন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ। ॥ ৭ ॥

ইনি জাগ্রদভিমানী নহেন। ইনি স্বপ্নাভিমানী নহেন। এই উভয়ের সন্ধি অবস্থা হইতেও ভিন্ন। এই উভয়ের অধিষ্ঠাতা এরূপও নহেন। ইনি সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাও নহেন। ইনি প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞও নহেন। অথচ অজ্ঞান ও নহেন (কারণ ইনি জ্ঞান স্বরূপ ইহাঁতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিভেদ নাই) ইনি অদৃষ্ট অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন, ইনি অগ্রাহ্য অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহাঁকে গ্রহণ করা যায় না। অচিন্ত্য অর্থাৎ মন দ্বারা ইহাঁকে গ্রহণ করা যায় না ("মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যা বুদ্ধেঃ পরতস্তুসঃ গীতা)। ইনি অব্যপদেশ্য অর্থাৎ কোন শব্দ বাচ্য নহেন ; ইনি একাত্ম

প্রত্যয় সার অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই একই আত্মা ইনি, একই চৈতন্য স্বরূপ এই নিশ্চয় জ্ঞান লভ্য। প্রপঞ্চোপশম জাগ্রদাদি মায়াকল্পিত অবস্থার নিবৃত্তিস্থান, ইনি শান্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি মায়াতরঙ্গ-শূন্য, ইনি শিব মঙ্গল স্বরূপ; অদ্বৈত অর্থাৎ স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয়—সর্ব্ব-প্রকার ভেদ শূন্য। ইনি আত্মা, ইনিই এক মাত্র জ্ঞাতব্য। ইনি তুরীয়াবস্থাভিমানী সর্ব্ব সাক্ষী পুরুষ। ইহাঁর নাম "সাক্ষী" পুরুষ।

ইহাঁর নির্দ্দেশক সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাদবিন্দু ँ। ইঁহার স্বরূপ বলিতে গিয়া ইহা নহেন ইহা নহেন ইত্যাদির বাহুল্য হয় কারণ যিনি বাক্য মনের অতীত তিনি যে কি, তাহা বাক্যে ব্যক্ত করা যায় না।

অতএব দেখা গেল যে অ+উ+ম+ँ সমন্বয়ে—যে ওঁকার শব্দ নিষ্পন্ন হয় তাহা সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং নির্গুণ অবাঙ্‌মনস গোচর পরব্রহ্মের এবং সগুণ ব্রহ্মের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ রূপের দ্যোতক ও নির্দ্দেশক অর্থাৎ প্রতীক।

এই সঙ্কেতটি কি একটী মনগড়া সঙ্কেত?

ছান্দোগ্য শ্রুতির "ওমিত্যেতদক্ষরং" মন্ত্রের ব্যাখ্যায়—আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

পরমাত্মনোঽভিধানম্ নেদিষ্টম্
তস্মিন্ হি প্রযুজ্য মানে স প্রসীদতি
প্রিয়নাম গ্রহণে ইব লোকঃ।

ওঁ এই অক্ষরটি পরমাত্মার নিকটতম অভিধান বাচক প্রিয়নাম। "ওঁকার" নাম তাঁহার উপাসনায় প্রয়োগ করিলে তিনি প্রসন্ন হন যেমন প্রিয়নাম গ্রহণে লোক প্রসন্ন হয়। গীতাও বলেন "ওঁ তৎসদিতি

নির্দেশঃ ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ”। ওঁকার ব্রহ্মের তিনটি নামের অন্যতম। কিন্তু শাস্ত্রে ওঁকারের এত প্রশংসা কেন?

এ তথ্য বুঝিতে হইলে আমাদিগকে কয়েকটি গোড়ার কথা বুঝিতে হইবে। প্রথমত মায়া কি? “যিনি” মাতি নিয়ময়তি ঈশ্বরমপি, যদ্বা মীয়তে জ্ঞায়তে পরমেশ্বরোঽনয়া” তিনিই মায়া—যিনি “অসীম” কে ‘সসীম” মত প্রতিভাত করাইয়া থাকেন এবং প্রতিভাত সসীমের মধ্যে অসীমের আলোক সম্পাত করেন তিনিই মায়া। তাঁহার দ্বিবিধ প্রভাব ১ম বহির্মুখী বা সৃষ্টি অভিমুখী দ্বিতীয় অন্তর্মুখী বা লয় অভিমুখী প্রণোদনা। যখন ব্রহ্মে আদি সঙ্কল্প উঠিল “একোঽহং বহুঃ স্যাম্” একা আমি, বহুত্বের লীলা করিব সেই সঙ্কল্পের বিক্ষোভে তিনি মায়া উপাধি গ্রহণ করিলেন একটা যেন গণ্ডী দিলেন—অসীম তখনই সেই প্রাথমিক স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া—সসীম মত প্রতিভাত হইলেন। অবশ্য ইহা তাঁহার এক অংশে মাত্র ঘটিল। এই সঙ্কল্প বিকল্প ময়ী স্পন্দ শক্তিই মায়া। ইনি যত গত প্রকারে বিবর্ত্তিত করিতেছেন, নিজ প্রভাব বিস্তার করিতেছেন, তত প্রকার “শব্দ” উৎপন্ন হইতেছে।

এখানে “শব্দ” কথাটি একটু বুঝিতে হইবে। জগৎ কি না যাহা স্পন্দন ধর্ম্মী (গম্+ক্বিপ্) আমরা বিশ্ব সংসারে যাহা কিছু দেখি সকলই স্পন্দন শীল। সেই সেই দ্রব্যের স্পন্দন কখনও বা শব্দ তরঙ্গরূপে কখনও বা আলোক তরঙ্গরূপে কখন ও বা উত্তাপ তরঙ্গরূপে নানা মূর্ত্তিতে আসিয়া আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়-দ্বারে আঘাত করে ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই আঘাতে স্পন্দিত হইয়া উহাতে “সারা” দেয় তাহাতেই তৎ তৎ দ্রব্যের জ্ঞান উদয় হয়। কিন্তু আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সামর্থ-সীমাবদ্ধ (এ বিষয় পরে আরও বিশদ ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা হইয়াছে) কাজেই দ্রব্য মাত্রেই সমস্ত স্পন্দনগুলির “সারা” আমাদিগকে দিতে পারে না ও

তজ্জন্য আমাদের দ্রব্য জ্ঞান সম্পূর্ণ না হইয়া অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়: কিন্তু স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অনন্ত স্পন্দন তরঙ্গ ক্রমাগত বিক্ষিপ্ত হইতেই থাকে যাহা একমাত্র "পূর্ণ পুরুষই" গ্রহণ করিতে পারেন। সেই জন্য একমাত্র তিনিই সম্যক্‌দর্শী। আমরা শব্দের কথা বলিতেছিলাম। শব্দও এইরূপ একটি স্পন্দনজাতীয় তরঙ্গ বিশেষ। ইহা আবার "আহত ও অনাহত" ভেদে দুই শ্রেণীর। আহত শব্দ কি? যাহা এক দ্রব্যের সহিত দ্রব্যান্তরের আঘাত জনিত। যেমন ওষ্ঠাদির দ্বারা বিক্ষিপ্ত বায়ু কণা অপর বায়ু কণা উপর আঘাত দ্বারা কিম্বা কোন স্থূল পদার্থ অপর স্থূল পদার্থ আঘাত করিয়া সন্নিকটবর্ত্তী বায়ু তরঙ্গের কণা-গুলিতে সেই স্পন্দন সংক্রমিত করিলে উৎপন্ন হয়। আবার আর এক রকম শব্দ আছে যাহাতে পদার্থের সংঘর্ষ আবশ্যক হয় না—স্বভাবতই (sponteneously) একটা কম্পন অতি সূক্ষ্ম ভাবে হইতে থাকে ইহা ব্রহ্মের 'আদি সঙ্কল্প' 'আদি বিক্ষোভ'। ইহাই মায়ার আদি শক্তি প্রবাহের স্পন্দন ইহাকে অনাহত ধ্বনি বলে। সৃষ্টির আদি হইতেই এই স্বাভাবিক স্পন্দন চলিতেছে। এই স্পন্দনের বিভিন্ন সমবায়ে (permutation & combination) স্পন্দন তরঙ্গ বিভিন্ন ভাবে পুঞ্জীভূত হইয়া কোথাও উত্তাপ, কোথাও তড়িৎ, কোথাও আলোক, কোথাও চৌম্বক শক্তি ইত্যাদিরূপে প্রতিভাত হইতেছে, যেমন সূত্রের স্থূল, সূক্ষ্ম, সংহতিতে বা সমবায়ে স্থূল সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মিত হয় সেইরূপে সেই প্রাথমিক শব্দের সংহতিতে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল জগৎ গঠিত। সেই আদি স্পন্দন ব্রহ্ম সাগরের অতি সূক্ষ্ম শব্দ তরঙ্গ, কারণ স্পন্দন মাত্রেই শব্দের উৎপত্তি হয়; তাহা সূক্ষ্ম অবস্থায় আমাদের অনুভব গোচর না হইলেও পরম পুরুষের অগোচর নহে। উন্নত সাধক অনাহত ধ্বনি শুনিতে পান। সেই সূক্ষ্ম অনাহত ধ্বনিকে স্থূল শব্দ সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। আমরা যে অবস্থার কথা

বলিতেছি তখন মাত্র "পরব্যোম" আছে। পরব্যোমের বা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম আকাশের প্রাথমিক স্পন্দনের কথাই বলিতেছিলাম। যত প্রকার স্থূল শব্দ আছে তন্মধ্যে একমাত্র ওঁকারেই সেই প্রাথমিক শব্দ তরঙ্গের নিকটতম ঝঙ্কার বর্ত্তমান। এইজন্যই ওঁকার মনগড়া সঙ্কেত নহে। সনাতন ধর্ম্মের মন্ত্র তত্ত্ব এই রহস্যের উপর গঠিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্পন্দন মাত্রেই শব্দ উৎপন্ন হয়। যত প্রকার স্থূল শব্দ হইয়া থাকে তাহাও সেই প্রাথমিক শব্দের স্থূল সংহতি। এই জন্য স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে ওঁকার সমস্ত ধ্বনিতে ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান। এই জন্যই ইহা ব্রহ্মের অতি প্রিয়নাম ও তাঁহার সর্ব্ব অবস্থার দ্যোতক। ইহা তাঁহার স্বাভাবিকরূপের "স্বরূপের" শব্দময়রূপ। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ, যেমন বহ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি অভেদ তদ্রূপ। সঙ্কল্প বিকল্পময়ী স্পন্দ শক্তির তরঙ্গ এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণরূপী নিখিল বিশ্ব, ইহা ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই জন্য মাণ্ডুক্য শ্রুতি প্রারম্ভেই মীমাংসা করিয়াছেন যে ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যাহা হইয়াছে, হইবে ও হইতেছে সমস্তই ওঁকার বাচ্য এবং যাহা ত্রিকালাতীত অব্যক্ত তাহাও ব্রহ্ম এবং জীব ও ব্রহ্ম অভেদ।

একই বিন্দু রূপান্তরিত হইয়া কিরূপে বহুরূপে পরিণত হয়, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ নানারূপ ধারণ করে তাহা রেখা গণিতের সাহায্যে আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব। জ্যামিতির বিন্দুটি কি? যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু পরিমাণ নাই তাহাই বিন্দু। রেখা কি? যাহার দৈর্ঘ্য আছে বিস্তৃতি নাই অর্থাৎ বিন্দুকে উভয় পার্শ্ব বর্দ্ধিত করিলে রেখা পাই। আবার ঐ রেখাকে উভয় পার্শ্ব অভিমুখে বর্দ্ধিত করিলে তল পাই। তলের দৈর্ঘ প্রস্থ আছে কিন্তু স্থূলতা নাই। পরিশেষে এই তলকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিয়া ঘনক্ষেত্র পাই—ইহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ স্থূলতা সমস্তই আছে। নিম্ন চিত্রে ইহাই পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

১ম চিত্র	২য় চিত্র	৩য় চিত্র	৪র্থ চিত্র
বিন্দু	রেখা	তল	ঘনক্ষেত্র

ফলতঃ সেই এক প্রাথমিক বিন্দুর সংহতিতে স্থূল ঘনক্ষেত্র পর্য্যন্ত গঠিত, সেইরূপ সূক্ষ্ম ওঁকার রূপ প্রাথমিক স্পন্দনই স্থূল বিশ্বরূপ তরঙ্গে পরিণত। সম্প্রতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ একমাত্র ইলেক্‌ট্রোনের সংহতিতে বিশ্বের গঠন প্রমাণ করিতে প্রয়াস করিতেছেন।

নাদবিন্দু।

নাদবিন্দু অর্থাৎ অর্দ্ধমাত্রার নানাব্যাখ্যা আছে—আমরা বোধ সৌকর্য্যার্থে একটি মাত্র উপায়ে বুঝিবার চেষ্টা করিব। অকার সগুণ ব্রহ্মের স্থূলরূপের বা বৈশ্বানর মূর্ত্তির (বিরাট পুরুষের) উকার সগুণ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম বা তৈজস মূর্ত্তির (হিরণ্যগর্ভরূপের) এবং মকার তাঁহার কারণ রূপী প্রাজ্ঞ মূর্ত্তির (ঈশ্বররূপের) প্রতীক বা সঙ্কেত। তাঁহার কারণাতীত বা সাক্ষী বা তুরীয় অবস্থা যাহা বাক্য প্রকাশ করিতে অক্ষম, মন ধারণা করিতে অপারগ তাহার প্রতীক এই নাদবিন্দু। ব্যক্ত বিশ্ব তাঁহার একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ"

আবার "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"॥ গীতা

তাঁহার অব্যক্ত অংশ যাহার অস্তিত্ব আছে অথচ আকার নাই তাহা বুঝাইবার জন্য—বিন্দু এবং নাদ। নাদকে অসীমের চিহ্ন sign of

infinity ও বিন্দুকে সৎস্বরূপের, যাঁহার অস্তিত্ব আছে অথচ নামরূপ নাই—নামরূপের বাহিরের অবস্থার দ্যোতক বলিয়া ধরিয়া লইলে অসীমকে সসীম বুদ্ধিতে বুঝিবার সুবিধা হয়।

আশা করি গায়ত্রী মন্ত্রে ওঁকারের প্রাচুর্য্য কেন তাহা কতকটা বুঝা গেল। পরে আমরা আরও আলোচনা করিব। আমরা দেখিলাম ব্রহ্মের ১ম পাদ স্থূলমূর্ত্তি বিরাট পুরুষ, ২য় পাদ সূক্ষ্ম তৈজস মূর্ত্তি হিরণ্যগর্ভ ৩য় পাদ কারণরূপী প্রাজ্ঞ পুরুষ ঈশ্বর এবং ৪র্থ পাদ সাক্ষী পুরুষ নির্গুণ ব্রহ্ম।

এইসূত্রে আপনারা বৈদিক আচমন মন্ত্রটী প্রণিধান করুন।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

প্রথমেই বিষ্ণুর, নিখিল বিশ্ব ব্যাপক ব্রহ্মের ১ম, ২য় ও ৩য় পাদের স্মারক তিনবার বিষ্ণু স্মরণ করিয়া তাঁহার ৪র্থ পাদ অর্থাৎ তুরীয় পাদের, পরম পাদের, স্মরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে—জ্ঞানিগণ (সূরয়ঃ) সেই পরমপদ পরম তত্ত্ব সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন। কিরূপ ভাবে দর্শন করিতেছেন ? আকাশে বিস্তৃত চক্ষু যেমন অতি সুস্পষ্টভাবে দর্শন করিয়া থাকে সেইভাবে। এই চতুর্থ পদ অজ্ঞানীর পক্ষে অপ্রত্যক্ষ হইলেও জ্ঞানীর পক্ষে স্পষ্ট জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়।

ওঁকার মন্ত্রের দ্রষ্টা কে ?

ঋষি। এই মন্ত্রের দ্রষ্টা স্বয়ং ব্রহ্মা।

ছন্দঃ। গায়ত্রী, ইহা পূর্ব্বেই বাখ্যাত, হইয়াছে।

দেবতা। অগ্নি, তেজঃ পদার্থের দ্যোতক, স্বয়ং জ্যোতিঃ ব্রহ্ম।

প্রয়োগ। সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভে। ব্রহ্মের প্রিয়নাম উচ্চারণ সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভেই প্রয়োজন। কোন্ কর্ম্ম আমরা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সম্পন্ন করিতে পারি ? সেইজন্যই ত তাঁহার প্রিয় নাম উচ্চারণ দ্বারা কর্ম্ম বৈগুণ্য নাশ করা

আবশ্যক। আবার বাক্য মাত্রই অসম্পূর্ণ, তাঁহাকে বাক্যে প্রকাশ করিতে গেলেই ছোট করিয়া দেওয়া হয়—অন্য কোন বাক্যই সেই সর্ব্বের দ্যোতক নহে, সেইজন্য সেই "বাক্য মনের অতীত কে" যে কোন মন্ত্র বা শব্দে লক্ষ্য করা হউক তৎসঙ্গে ওঁকার যুক্ত করিলে তাহা পূর্ণাঙ্গ হয়।

"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং
প্রীনিতে প্রীনিতং জগৎ।"

উচ্চারণ বিধি

অকার মাত্রার উচ্চারণ স্থান নাভি, তথা হইতে উহাকে হৃদয়ে লইয়া গিয়া উকার মাত্রা উচ্চারণ পূর্ব্বক কণ্ঠে অকারকে উকারে মিলিত করিলে "ও" শব্দ হয়। তাহাকে মুখবন্ধ করিয়া নাসাগ্রের নিম্ন দেশে under the nasal bridge লইয়া গিয়া ম্ ম্ ম্ ম্ উচ্চারণের রেস ললাটে ও মূর্দ্ধায় লইয়া যাইতে হইবে, অকারকে উকারে ও উকারকে মকারে ও সর্ব্বশেষে নাদবিন্দুতে লয় কবিতে হইবে। কণ্ঠ ও ওষ্ঠের সহিত এই উচ্চারণেব সম্বন্ধ নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(১)

ব্যাহৃতি কি

যাহাকে অতি যত্নে আহরণ করা হয় তাহাই ব্যাহৃতি (বি+আ+হৃ) আবার যাহাকে যত্ন পূর্ব্বক উচ্চারণ করা হয় তাহাও ব্যাহৃতি (যথা "ওঁ মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্" গীতা) অথবা যে মন্ত্রের দ্বারা লোক সকল ব্যাহৃত ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই ব্যাহৃতি। আমরা এইটিই গ্রহণ করিব।

(২)

লোক সকল কি

লোক সাতটি যথা ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক এবং সত্যলোক ; প্রত্যেক লোক সগুণ ব্রহ্মের স্থূল সূক্ষ্মও কারণ দেহের বিভিন্ন প্রদেশ। আবার ইহারা তৎ তৎ প্রদেশ সুলভ জ্ঞানের বিকাশ ভূমি এবং সেই জ্ঞানের ক্রম নির্দ্দেশক ও বটে।

ভাগবৎ বলেন "অণ্ডকোশে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণ সংযুতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ॥"
২।১।২৫

এই সপ্তলোক ভগবানের সমষ্টি দেহের সাতটী আবরণ।

এ প্রদেশ কিরূপ ভাবে অবস্থিত ? পরস্পার অন্তর্নিবিষ্ট ভাবে অবস্থিত, আবার এক হিসাবে উপর্য্যুপরি সংস্থিত। দেবী ভাগবৎ বলেন এই সংস্থান "বাহ্যাভ্যন্তর মেবচ" ৯।৮।১০ নিম্নের চিত্রে ইহা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা হইবে।

সর্ব্ব প্রথমে "অসীম" বহুত্বের লীলা করিবার সংকল্প করিলেন, তিনি সসীম মত হইয়া একাংশে কারণদেহ ধারণ করিলেন। এই দেহকে সত্য লোক এই সংজ্ঞা দেওয়া যাউক ৫ম চিত্র দ্রষ্টব্য। সেই কারণ দেহের অনুলোম (সৃষ্টিমুখী বা বর্হিমুখী) বিবর্ত্তন ফলে উহার কিয়দংশ পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূলরূপ ধারণ করিয়া তপোলোক নির্ম্মিত হইল ইহা ষষ্ঠ চিত্রের অন্তর্বৃত্তে দেখান হইল। তদ্রূপ এই তপোলোকের কিয়দংশ আবার অনুলোম বিবর্ত্তন ফলে পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূলতর রূপ ধারণ করিয়া জনলোক সৃষ্টি করিল ৭ম চিত্র দ্রষ্টব্য।

এইরূপে জনলোকের কিয়দংশ বিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূলরূপ ধারণ করিলে তাহা মহর্লোক নির্ম্মিত করিল। মহর্লোকের কিয়দংশ বিবর্ত্তিত

৬ষ্ঠ চিত্র।

জন লোক
তপো লোক
সত্য লোক

৭ম চিত্র।

৯ম চিত্র।

জন লোক

তপো লোক

সত্য লোক

১০ম চিত্র।

৮ম চিত্র

সত্য লোক

৫ম চিত্র।
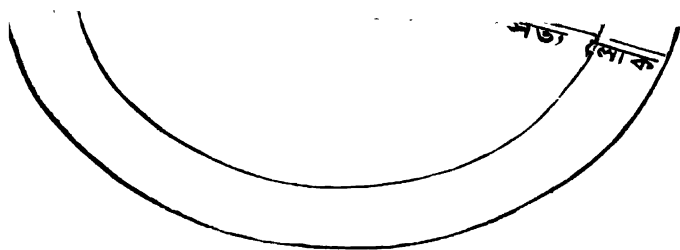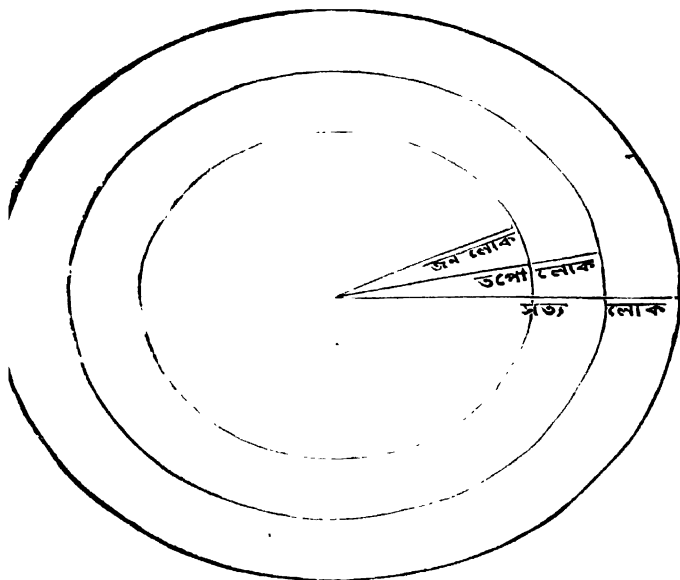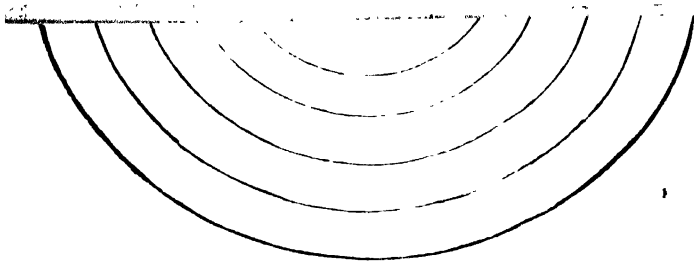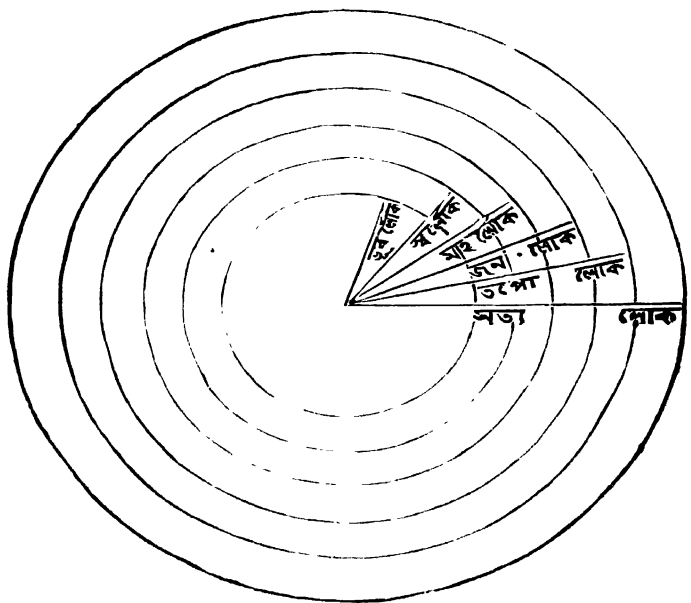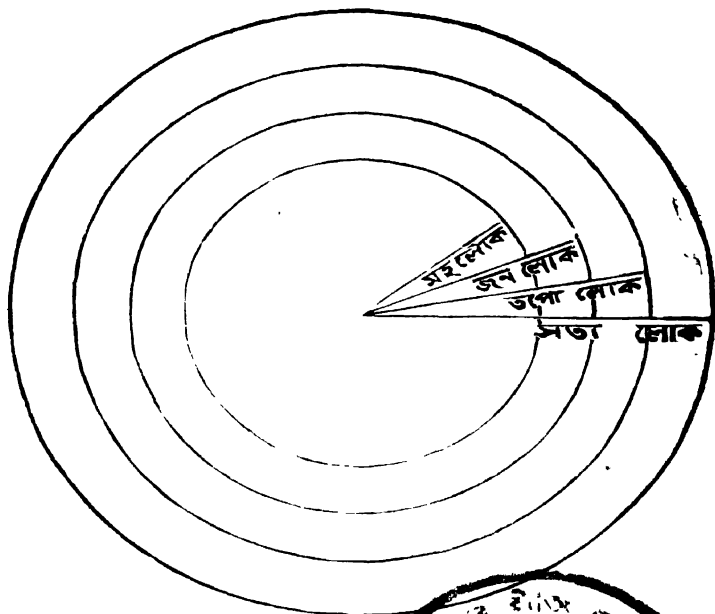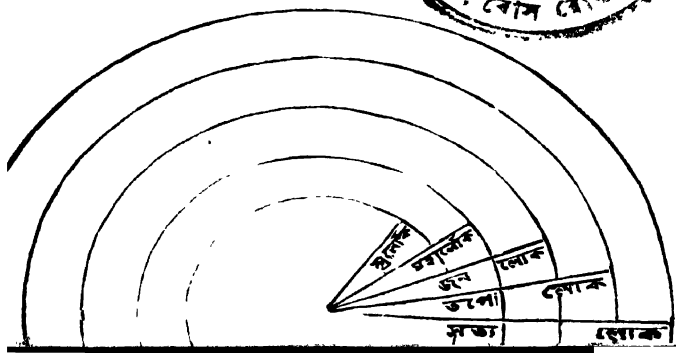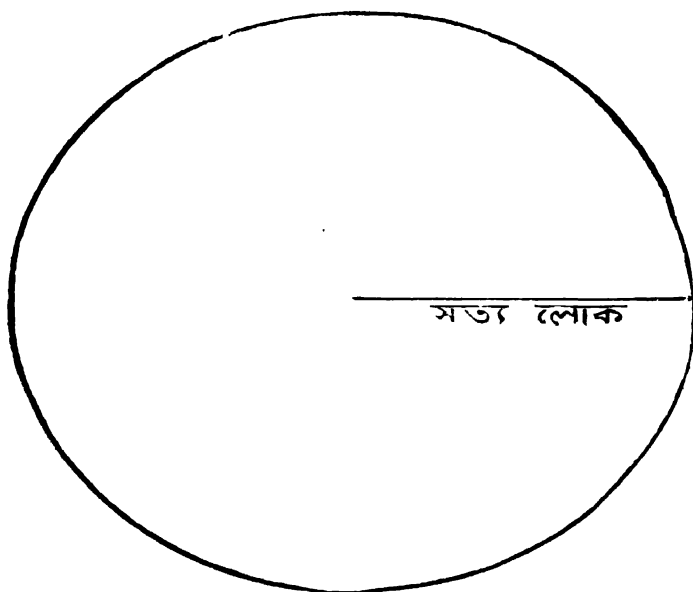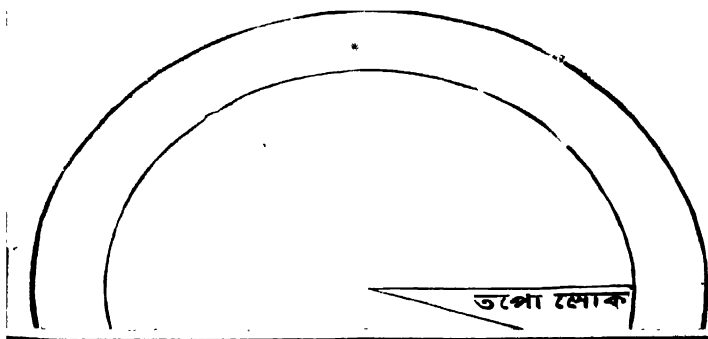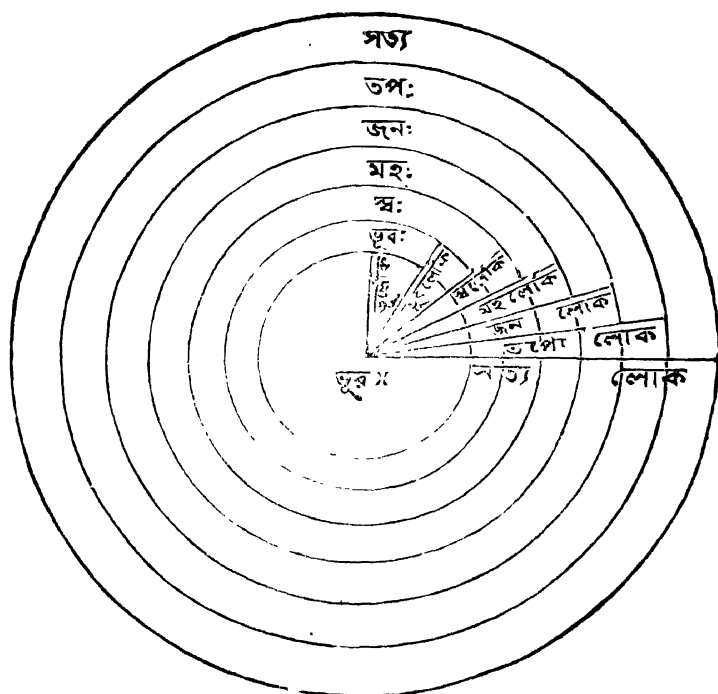
১১শ চিত্র

হইয়া তদপেক্ষা স্থূল স্বর্লোক ও স্বর্লোকের কিয়দংশ বিবর্জ্জিত হইয়া তদপেক্ষা স্থূল ভুবর্লোক ও সর্ব্বশেষ ভূর্লোকের রচনা হইল (৮ হইতে—১১শ চিত্র দ্রষ্টব্য) প্রত্যেক লোক তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সূক্ষ্ম লোকের অন্তর্নিবিষ্ট এবং পূর্ব্ব—পূর্ব্ব লোকগুলি তৎপরবর্ত্তী লোকের অন্তরে এবং বাহিরে উভয়ত্রই অবস্থিত। ইহাই দেবী ভাগবতের "এবং সর্ব্বং কৃত্রিমঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তর মেবচ" ৯।৮।১০।

এই সপ্তব্যাহৃতি সপ্তলোকময় সগুণ ব্রহ্মের সপ্তদেহ, ব্যক্ত বিশ্বের সমষ্টিভূত দেহস্বরূপ, ইহাও সাঙ্কেতিক ভাবে ব্রহ্মের স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীর মাত্র।

তন্মধ্যে ভূঃ, ভুবঃ, এবং স্বঃ এই প্রথম তিনটিকে মহাব্যাহৃতি বলে। গায়ত্রী উচ্চারণ কালে সপ্ত ব্যাহৃতির স্থলে এই তিনটি ব্যাহৃতি উচ্চারণ প্রচলিত আছে। কারণ উপলক্ষণ দ্বারা ঐ তিনটি ব্যাহৃতিই সপ্তব্যাহৃতির দ্যোতক ; ভূঃ ব্যাহৃতি স্থূলের ও সপ্তলোকের অধম তল-জ্ঞানের (Subconscious জ্ঞানের) দ্যোতক। এই সপ্তলোকের সপ্ত অধম বিভাগ আছে যাহাদিগকে সপ্ত তল বলে। প্রত্যেক "লোকের" সাধারণ জ্ঞানের নিম্ন স্থানীয় জ্ঞানকে তৎ তৎ লোকের তল বলে। ইহারা তৎ তৎলোকের Subconscious state অবশ্য জ্ঞানের বিকাশ হিসাবে। উহাদের নাম যথাক্রমে অতল, বিতল, নিতল, সুতল, মহাতল, রসাতল এবং তলাতল। স্বর্লোক উপলক্ষণ দ্বারা স্বর্লোক ও তদূর্দ্ধলোকের নির্দ্দেশক এবং ভুবর্লোক উভয়ের মধ্যবর্ত্তী লোক নির্দ্দেশক।

তবেই পাওয়া গেল যে এই সপ্তব্যাহৃতি সগুণ ব্রহ্মের সপ্তদেহের দ্যোতক ইহা সেই মহা চৈতন্য সমুদ্রের সপ্তলোকব্যাপী পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ সপ্ত-বিধ তরঙ্গ। ইহার সহিত জীবের সপ্ত দেহের সম্বন্ধ কি তাহা আমরা গায়ত্রী শিরের অর্থ বোধের সময় বুঝিবার চেষ্টা করিব।

আমরা দেখিলাম ভগবান্ সপ্ত আবরণে আবৃত হইয়া স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ রূপ বিশ্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এই সপ্তদেহের সপ্ত আবরণের—এই সপ্ত উপাধির নাম তন্ত্রোক্ত ক্রমানুসারে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ক্রমে এই ঃ—আদি, অনুপাদক (ইহাদের সাংখ্যোক্ত নাম যথাক্রমে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার তত্ত্ব) আকাশ তত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, তেজস্তত্ত্ব. আপস্তত্ত্ব এবং ক্ষিতিতত্ত্ব।

প্রত্যেক ব্যাহৃতিতে ওঁকার যুক্ত কেন ?

সপ্তলোকের—অর্থাৎ এই সপ্তবিধ প্রকাশের প্রত্যেকটি সেই ওঁকার বাচ্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এই "সীমার মাঝে অসীম" তিনি লীলা করিতে-ছেন। তাহাই দেখাইবার সঙ্কেত স্বরূপ এই ওঁকার সংযোগ করা হইয়াছে।

ইহার ঋষি ইত্যাদি

ঋষি। সাম ও যজুর্ব্বেদ মতে ইহার ঋষি প্রজাপতি কিন্তু ঋগ্বেদ মতে প্রত্যেক ব্যাহৃতির দ্রষ্টা ভিন্ন ভিন্ন এবং যথাক্রমে বিশ্বামিত্র, ভৃগু, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, গৌতম, কশ্যপ এবং অঙ্গিরস (তর্পণ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা এই ঋষিগণের সাক্ষাৎ পাইব)।

ছন্দঃ। প্রত্যেক ব্যাহৃতির পৃথক্ পৃথক্ ছন্দঃ যথা গায়ত্রী, উষ্ণিক্ অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ এবং জগতী। পূর্ব্বেই আমরা আলো-চনা করিয়াছি যে গায়ত্রী ২৪ অক্ষরময়ী এবং ত্রিপদী। উহার উপর ৪টী অক্ষর সংযোগে ২৮ বর্ণ বিশিষ্ট উষ্ণিক্ ছন্দঃ হয় এবং এইরূপে চারি চারিটী অক্ষর বাড়াইয়া পর পর ছন্দঃ হইয়া জগতী ছন্দঃ ৪৮ অক্ষর বিশিষ্ট হয়।

দেবতা। ইহার দেবতা—প্রত্যেক ব্যাহৃতির দেবতা তৎ তৎলোকের

অধিপতি দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য (সূর্য্য) বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বরুণ ও বিশ্বদেব। ইহারা ভূবাদি লোকের অধিপতি।

প্রয়োগ—প্রাণায়ামে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এইবাব আমরা মুল গায়ত্রী মন্ত্রে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিব। প্রারম্ভে আর একবার মন্ত্রটী দেখিয়া লই।

ওঁ তৎসাবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ

এই মন্ত্রের নানাপ্রকার অন্বয় আছে। তদ্দ্বারা "তৎ" এবং "যঃ" শব্দ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সহিত অন্বিত হইয়াছে। "তৎ," 'সবিতা,' 'ভর্গঃ' এবং 'ধীমহি' শব্দের নানাপ্রকার অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক বিভিন্ন প্রকার অর্থ করা হইয়াছে, আমরা অর্থে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অর্থবোধের সহকারী কয়েকটি সূত্র বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বিকার বাদ

হিন্দুদর্শন শাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্বের দুই প্রকার মতবাদ প্রসিদ্ধ আছে। একটি "বিকার বাদ" অপরটি "বিবর্ত্তবাদ"। বিকার বাদ কি? একদ্রব্য পরি-

বর্ত্তিত হইয়া অপর দ্রব্যে পরিণত হইলে দ্বিতীয় দ্রব্যকে প্রথমোক্ত দ্রব্যের বিকার বলা হয়, যথা দুগ্ধের বিকার দধি। ইহাতে মূল দ্রব্য বিভিন্ন দ্রব্যে পরিণত হয়। ইহার অপর নাম "পরিণাম" বাদ। সাংখ্য দর্শন মতে পুরুষ সন্নিধিহেতু মূল-প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হয় ও সেই বিকার ফলে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইয়া বিশ্ব সৃষ্টি হয়। এই মূল প্রকৃতির প্রধান বিকার সাতটী যথা। ১। মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব ২। অহঙ্কার তত্ত্ব, ৩। শব্দ তন্মাত্র, ৪। স্পর্শ তন্মাত্র, ৫। রূপ তন্মাত্র, ৬। রস তন্মাত্র, ৭। গন্ধ তন্মাত্র, ইহাদের অবান্তর বিকারে আরও ১৬টি বিকার বা তত্ত্ব সৃষ্টি হয় যথা পঞ্চ মহাভূত (আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্, ক্ষিতি (ইহা ভিন্ন) একাদশ ইন্দ্রিয় যথা মনঃ, কর্ণ, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা (ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়) ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, এবং উপস্থ (ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়)

মূল প্রকৃতিই মুখ্য ভাবে প্রকৃতি। বুদ্ধি (মহৎ) অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র ইহারা ইন্দ্রিয়গণের ও মহাভূতের উপাদান বলিয়া গৌণভাবে ইহাদিগকেও প্রকৃতি বলা হয়—এই জন্য তত্ত্ব সমাস বলিয়াছেন "অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ ১।২ সূত্র।

তন্মাত্র কি

তন্মাত্র, তাঁহার, বিশ্বকর্ত্তার, বিশ্বরূপে বিকাশের মাত্রা বা মাপ কাঠি, শ্রেণী বিভাগ। তিনি পঞ্চ ভোগ্যরূপে, সূক্ষ্ম বিষয়রূপে বিবর্ত্তিত হইয়া তাহাদেরই—স্থূলমূর্ত্তি পঞ্চমহাভূত সৃষ্টি করেন। আবার একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই ভূত ও বিষয়কে ভোগ করেন। ইহাই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। নিম্ন চিত্রে এই সপ্ততত্ত্ব ও চতুর্বিংশতিতত্ত্ব দেখান হইল।

১২শ চিত্র

সপ্ততত্ত্ব

	তন্ত্র মতে	সাংখ্য মতে	অন্য নাম
১	আদি তত্ত্ব	মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব	মহৎ
২	অনুপাদক তত্ত্ব	অহঙ্কার তত্ত্ব	অহঙ্কার
৩	আকাশ তত্ত্ব	শব্দ তন্মাত্র	ব্যোম
৪	বায়ু তত্ত্ব	স্পর্শ তন্মাত্র	মরুৎ
৫	তেজ স্তত্ত্ব	রূপ তন্মাত্র	তেজ
৬	অপস্তত্ত্ব	রস তন্মাত্র	আপ্
৭	ক্ষিতি তত্ত্ব	গন্ধ তন্মাত্র	ক্ষিতি

১৩শ চিত্র

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব

মূল·প্রকৃতি (১)

|

মহৎ (২)

|

অহঙ্কার (৩)

পঞ্চ তন্মাত্র (৮) একাদশ ইন্দ্রিয় (১৯)

পঞ্চ মহাভূত (২৪)

ইহাই সাংখ্য মতে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ক্রম এবং সর্ব্বোপরি পঞ্চবিংশতি

তত্ত্ব পুরুষ। তাঁহার সান্নিধ্যহেতু মূল প্রকৃতির বিকৃতি হইয়া পুরুষের সপ্ত আবরণ নির্ম্মিত হয় যাহাকে ভাগবৎ ভগবানের সপ্তাবরণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ২।১।২৫। মহাবুদ্ধি (মহৎ) হইতে স্থূল ক্ষিতি তত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত আবরণই জড় পদার্থ, একমাত্র পুরুষের বিম্ব উহাতে পতিত হইয়া উঁহাদিগকে সজীব দেখায়।

বিবর্ত্ত বাদ

বিবর্ত্ত অর্থে ভ্রম। মূল দ্রব্যে কোন পরিবর্ত্তন হয় না, অথচ দ্রষ্টার বুঝিবার দোষে তিনি সেই দ্রব্যকে অপর দ্রব্য বলিয়া ভ্রম করেন। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। রজ্জু রজ্জুই থাকিয়া যায় কিন্তু দ্রষ্টা দৃষ্টির অস্পষ্টতায় তাহাতে সর্প দর্শন করেন। এই ভ্রম জ্ঞান বিনা আধারে হয় না; ইহার একটী অধিষ্ঠান আবশ্যক হয়। যাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহার উপর ভ্রম কল্পিত দ্রব্যটি অধ্যস্ত বা আরোপিত হয়; শেষোক্ত দ্রব্যটি মিথ্যা, মায়াকল্পিত মাত্র।

এই মতানুসারে দৃশ্য জগৎ কেবল জগৎরূপে সত্য নহে, জগৎ মায়া কল্পিত মাত্র, কিন্তু স্বরূপ ব্রহ্ম ইহার অধিষ্ঠান, সেইজন্য সৎ স্বরূপ ব্রহ্মরূপে উহা সত্য। জগৎ দর্শন সর্প দর্শনের ন্যায় অসত্য হইলে ও তদধিষ্ঠান ব্রহ্ম-রজ্জু সত্য পদার্থ। অতএব একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং জগৎ মিথ্যা।

মত সমন্বয়

উভয় মত কি পরস্পর বিরোধী? না ইহারা বিরোধী নহে। আচার্য্য দিগের দৃষ্টিভূমির অবস্থান (stand point) অনুসারে একই সত্যের বিভিন্ন অংশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে মাত্র। ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকিয়া যান, আবার তিনি স্বীয় মায়াশক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া জগৎ রূপে "বিবর্ত্তিত মত" হইবার ক্রমটি চতুর্বিংশতি তত্ত্বরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন।

বিচার

মূল মন্ত্রোক্ত "সবিতা" ও 'ধী' শব্দ দ্বয়ের অর্থ সুখবোধ্য করিবার জন্য আমরা আর একদিক দিয়া, যুক্তির দিক দিয়া, এই সত্যটী বুঝিবার চেষ্টা করিব। শাস্ত্রের অনুশাসন যুক্তির সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা আমাদের লক্ষ্য। এই মূল মন্ত্রটী ভুলিয়া গিয়াই আমরা শাস্ত্র বাক্যে শ্রদ্ধা হারাইয়াছি যোগবাশিষ্ট বলিয়াছেন—

যুক্তিযুক্ত মুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিবত্যজ্যং অপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥

আবার কবে আমরা যুক্তির চক্ষে শাস্ত্র দর্শন করিব? কবে শাস্ত্র অনুশাসনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে? যা'ক সে সব কথা।

১ম ভূমি। দুইটি বিষয় লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক; একটি আমি বা "অহং" অপরটি এই দৃশ্য জগৎ বা "ইদং" বাচ্য। আপাততঃ ইহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়; অর্থাৎ এই "ইদং" এই "অহং" নিরপেক্ষ। "অহং" না থাকিলেও যেন "ইদং" ছিল এবং "অহং" না থাকিলে ও যেন "ইদং" থাকিবে।

২য় ভূমি। এই "ইদং" টীকে যখন "অহং" গ্রহণ করে তখন জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারাই গ্রহণ করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রহণ ক্ষমতার উপর প্রত্যেক "ইদং" এর পরিমাণ নির্ভর শীল। চক্ষু কর্ণাদির শক্তির ক্ষীণতার উপর "অহং" এর বিশ্বদর্শন সম্পূর্ণ নিয়মিত। অণুবীক্ষণ, দুরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্র সাহায্যে, কৃত্রিম উপায়ে, দৃষ্টি শক্তির সীমা বৃদ্ধি করিলে দৃশ্য জগতের আয়তন বৃদ্ধি হয়। আবার উহার শক্তি হীনতায় "অহং" এর দৃশ্য জগতের সীমা হ্রাস হয়। যে টুকু "ইদং" কে "অহং" গ্রহণ করিতে পারে না, সেই অগৃহীত "ইদং" অংশ (সেই অংশই বেশী)

এই "অহং" এর পক্ষে অস্তিত্ব বিহীন। জড় বিজ্ঞানে প্রমাণিত সত্য যে আলোক, শব্দ ইত্যাদি সমস্তই স্পন্দন প্রসূত এবং এই স্পন্দনের একটি নিম্ন এবং একটি উচ্চ সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে যাহা অপেক্ষা মৃদু কিম্বা দ্রুত স্পন্দন হইলে আমাদের দর্শন কিম্বা শ্রবণ ইন্দ্রিয় সে স্পন্দন গ্রহণে অসমর্থ হয়। শব্দ তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ৩২ এর অনধিক এবং ৪২২৪এর অধিক বার স্পন্দিত হইলে মনুষ্য কর্ণ এবং আলোক তরঙ্গে প্রতি ইঞ্চ পরিমিত স্থানে ৩৮০০০এর ন্যূন এবং ৬২০০০এর অধিক সংখ্যক স্পন্দন হইলে মনুষ্য চক্ষু তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। তবেই "অহং" এর পক্ষে সে স্পন্দন গুলি থাকিয়াও নাই। ফলতঃ "ইদং" সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র না হইয়া "অহং" এর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রহণ শক্তির সীমা দ্বারা নিয়মিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

৩য় ভূমি। "অহং" যখন "ইদং" কে গ্রহণ করে তখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ বহির্দ্বার দিয়াই গ্রহণ করে; কিন্তু পঞ্চদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেই কি "অহং" তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে? চক্ষুর সম্মুখে শত শত দৃশ্য ঘটিলেও যতক্ষণ তাহাতে মনঃসংযোগ না হয়, ততক্ষণ "অহং" সেই সেই দৃশ্য গ্রহণ করে না; বহির্দ্বারের সঙ্গে অন্তর্দ্বার মন সংযুক্ত থাকা চাই, তাহা না হইলে 'অহং'—বাহ্য জগৎ 'ইদং' কে উপলব্ধি করিবে না। যতটুকু "ইদং" অন্তর্দ্বার মন দিয়া গৃহীত হয় তাহার তত-টুকুই 'অহং" গ্রহণ করে। 'ইদং' যত বড়ই হউক না 'অহং' এর পক্ষে উহা ততটুকু মাত্র যতটুকু একবার বাহ্য জ্ঞানন্দ্রিয় দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া পুনরায় অন্তরিন্দ্রিয় মন দ্বারা দ্বিতীয়বার সামাবদ্ধ হইয়া 'অহং' এর উপলব্ধিতে আইসে; এবং মনোযোগের তারতম্যে তাহাকে নিয়মিত করে।

৪র্থ ভূমি। মন সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক, বিষয় নিশ্চয় ক্ষমতা মনের নাই।

মন গৃহীত বিষয় বুদ্ধির নিকট প্রেরণ করে, বুদ্ধি তাহাকে নিশ্চয় করিয়া দেয়, বলিয়া দেয় দৃশ্য ইদং কি? তবেই ইদং এর আর একটি নিয়ামক হইল বুদ্ধি।

৫ম ভূমি। এদিকে বুদ্ধি জড় প্রকৃতির বিকার প্রসুত, (সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন তাহা প্রমাণ করেন)। অতএব নিজেও জড়। বুদ্ধিতে 'অহং' এর প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া তাহাকে চিৎ শক্তির আভাস দেয়, তাহাতেই বুদ্ধি চেতন ধর্ম্মী বলিয়া প্রতিভাত হয়। বুদ্ধি আবার নির্ম্মল ও মলিন, উত্তম অধম হিসাবে দুই প্রকার। অধমটি মস্তিষ্ক গ্রাহ্য এবং উত্তমটি তদূর্দ্ধস্থ সূক্ষ্মভূমি বিজ্ঞানময় কো'য অবস্থিত, একটি Brain intelligence or tuition লভ্য, অপরটি intution বা প্রেরণা লভ্য। নির্ম্মল বুদ্ধি চিৎ স্বরূপের বিম্ব ও মলিন বুদ্ধি ঐ বিম্বের প্রতিবিম্ব মাত্র এবং এই নির্ম্মল বুদ্ধিই "ধী"। শ্রীযুক্ত হিরেন্দ্র বাবু ইহার নাম দিয়াছেন বোধী।

আমরা এ পর্য্যন্ত দেখিলাম 'ইদং' 'অহং' নিরপেক্ষ নহে, এবং অহং ও ক্রমশঃ সাংখ্যোক্ত পুরুষে পরিণত হইলেন। 'ইদং' প্রথমতঃ বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা দ্বিতীয়তঃ অন্তরিন্দ্রিয় মনঃ দ্বারা, তৃতীয়তঃ মস্তিষ্কের গ্রহণ শক্তির দ্বারা নিয়মিত মলিনবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আবার এদিকে 'অহং' এর "অহং" ত্ব ইন্দ্রিয় কিংবা দৃশ্য পরতন্ত্র নহে (এখানে মন ও বুদ্ধিকেও ইন্দ্রিয় গণ্য করা যাইতে পারে) কারণ ইন্দ্রিয়-কার্য্য এবং দৃশ্যের অভাবেও এই 'অহং' ক্রিয়াশীল হইতে পারে। সাধারণতঃ স্বপ্ন কালে কি হয়? ইন্দ্রিয় দ্বার রুদ্ধ, বহির্জগৎ প্রবেশ পথ রোধ হওয়ায় নিরন্ত 'অহং' একক কিন্তু পুর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার শ্রেণী সাহায্যে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়রূপে প্রতীত হয় ও স্বপ্নে বাস্তবের দৃশ্য দর্শন করায়, ও যতক্ষণ স্বপ্ন থাকে ততক্ষণ স্বপ্ন দৃষ্ট সমস্তই বাস্তব বলিয়া স্থির

বিশ্বাস থাকে। অতএব 'অহং' মনের সাহায্যে স্বাধীনভাবে অপর গুলির প্রসব সামর্থ্য রাখে।

৬ষ্ঠ ভূমি। উক্ত যুক্তির ফল এই দাঁড়ায় যে "অহং"ই কারণ এবং "ইদং" তাহার কার্য্য। এখন দেখিতে হইবে যে কারণের মধ্যে কার্য্য অন্তর্নিবিষ্ট, কি কারণ হইতে কার্য্য বহিঃস্থ ?

বহিঃস্থ হইতে পারে না। একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। স্বপ্ন দ্রষ্টা 'অহং' স্বপ্ন জগতের সৃষ্টি করেন। যদি স্বপ্ন জগৎ স্বপ্নদ্রষ্টার বহিঃস্থ হইত তবে দ্রষ্টার নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নজগৎ লুপ্ত হইত না। কারণেই কার্য্য অবস্থিত বটে, তবে বীজভাবে তথায় সুষুপ্ত থাকে। এইরূপে বিশ্বনিয়ন্তা পুরুষের মধ্যে এই বিশ্বস্বপ্ন বীজভাবে থাকে। যখন তিনি কল্পনায় "বহুস্যাম্" স্বপ্ন দেখেন তখনই বিশ্ব রচিত হয়।

আমাদের যুক্তির প্রস্থান ভূমি (Starting point) 'অহং'এর অন্তরেই 'ইদং' বীজভাবে অবস্থিত, কোন উদ্বোধক কারণ পাইলেই 'ইদং' রূপে ফুটিয়া উঠে। যাহা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বরে বর্ত্তমান, তাহাই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে জীবেও বর্ত্তমান। যাহা চিৎ স্বরূপে বর্ত্তমান তাহাই চিদ্ বিশ্বে বর্ত্তমান।

৭ম ভূমি। যদি বলা যায় যে দৃশ্য জগতের মূল আমার মধ্যে নহে মদ্বহির্দ্দেশে আছে তাহা হইলে উভয়ের সংযোগ সিদ্ধ হয় কিরূপে ? এক তৃতীয় বস্তুর কল্পনা করিতে হয়। আবার সেই তৃতীয় বস্তুর সংযোগের জন্য চতুর্থ বস্তুর কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ অসংখ্য বস্তুর কল্পনা করিতে করিতে 'অনবস্থা' (Regressio ad infinitum) দোষ ঘটে। তাই বলা হয় যে আত্মার মধ্যে 'অহং'এর মধ্যে, বিশ্ব-'ইদং' চির অন্তর্নিবিষ্ট। বিশ্ববীজ বিশ্বাত্মার মধ্যে অবস্থিত এবং সৃষ্টিকালে বিশ্বরূপে ব্যক্ত হইয়া প্রলয়ে পুনরায় বীজে লুপ্ত হয়। এই জন্য সেই বিশ্বাত্মা সবিতা, জগৎ প্রসবিতা, পালন কর্ত্তা এবং সংহর্ত্তা। তিনিই

জগৎকে নির্ম্মল বুদ্ধি "ধী"র মধ্য দিয়া, স্পষ্ট ভাবে মলিন বুদ্ধির মধ্য দিয়া অস্পষ্টভাবে ও মনের মধ্য দিয়া আরও অস্পষ্টভাবে ও সর্ব্বশেষে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া তদপেক্ষাও অস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত করেন তিনিই চিদাভাসে জীবের মলিন বুদ্ধিতে চিদ্বিম্ব প্রেরণ করিবার শক্তি রাখেন। সেইজন্য জীবের পক্ষে জগতের 'ইদং'এর জ্ঞান সম্ভব হয়। ইহাই "সীমার মাঝে অসীমের" প্রকাশ। গায়ত্রী সাধনার ফল অসীমের ও সসীমের গণ্ডীর ব্যবধানকে তিরোহিত করা। আমরা ক্রমশঃ তাহা দেখিব।

চিত্র সাহায্যে

আর এক প্রকারে আমরা সবিতা দেবতার সমষ্টি মহাবুদ্ধির সহিত জীবের ব্যষ্টি বুদ্ধি "ধী"র পার্থক্য পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব ও তৎসঙ্গে একবার পূর্ব্বানুবৃত্তি করিয়া লইব।

১৪শ চিত্রে বৃহৎ গোলক নির্গুণ ব্রহ্মের চিহ্ন। বৃত্ত পরিবেষ্টিত না করিলেই ভাল হইত, কারণ তিনি সীমাবদ্ধ নহেন। ইঁহারই একাংশে সগুণ ব্রহ্ম, অতি সূক্ষ্ম কারণ শরীরধারী কল্পনা করিয়া ক্ষুদ্রগোলকে তাহা দেখান হইল। ইঁহার অপর নাম ঈশ্বর।

১৫শ চিত্রে ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি বা ত্রিভাব সূচক ত্রিভূজ প্রতীক অঙ্কিত হইল। ১৬শ চিত্রে ঈশ্বরের অংশ সূক্ষ্ম তৈজস শরীর (যাহা তুলনায় কারণ শরীর হইতে স্থূল) অভিমানী হিরণ্যগর্ভের প্রতীক দেখান হইল। ১৭শ চিত্রে হিরণ্যগর্ভের অংশ স্থূল উপাধি অভিমানী বিরাট পুরুষের প্রতীক দেখান হইল। ব্রহ্মের চতুষ্পাদ বিচারের অবসরে এইগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

১৮শ চিত্রে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করা হইয়াছে। ঊর্দ্ধমুখ ত্রিভূজ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতীক। কৃষ্ণবর্ণ নিম্নমুখ ত্রিভূজ মায়া

১৪শ চিত্র

১৫শ চিত্র ১৬শ চিত্র ১৭শ চিত্র
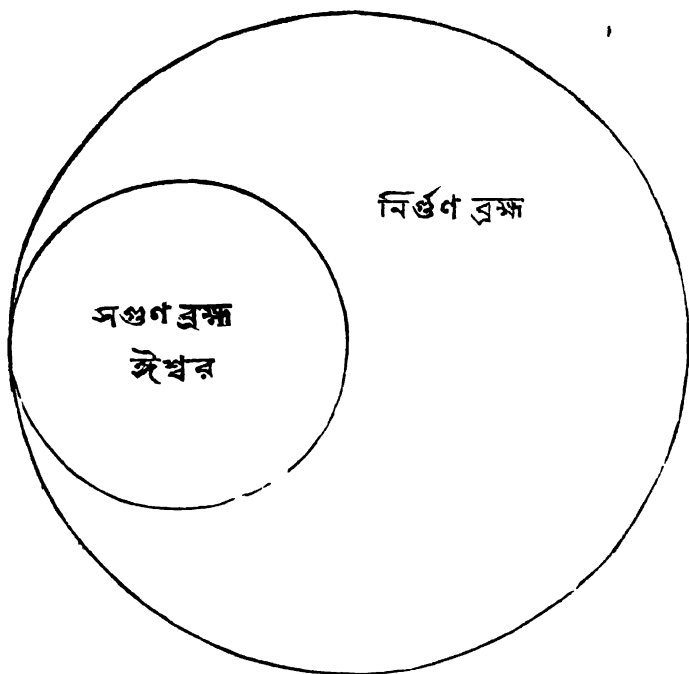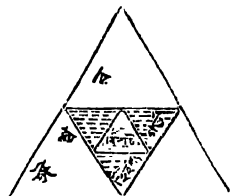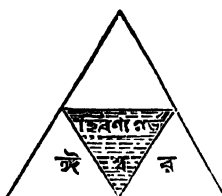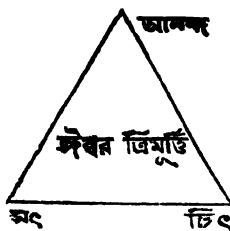
১৮শ চিত্র।
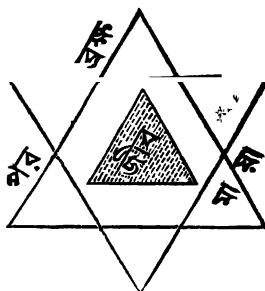
সত্ত্ব রজ তম গুণময়ী প্রকৃতির প্রতীক। উভয়ের ক্রোড়স্থ ক্ষুদ্র ত্রিভুজ জীবের প্রতীক। ইহা উভয়ের ধর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং চিরকাল উভয়ের ক্রোড়স্থ। তাই জীব জগন্মাতার ক্রোড়স্থ শিশু।

ব্রহ্মের চারি পাদের নাম বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন; বোধ সৌকর্য্যার্থে ১৯শ চিত্রে তাহাই দেখান হইল—

১৯শ চিত্র।

৺	তুরীয়	পরব্রহ্ম	পরব্রহ্ম	ব্রহ্ম	স্বরূপ	Absolute	Absolute
ম	কারণ	ঈশ্বর	উত্তম পুরুষ	পরমাত্মা প্রত্যগাত্মা	চিৎ	Supreme-Self	Logos
উ	স্বপ্ন	হিরণ্যগর্ভ	অক্ষর পুরুষ	অধ্যাত্মা জীবাত্মা	চিদণু	Higher-Self	Individ-uality Monad
অ	স্থূল	বিশ্বানর	ক্ষর পুরুষ	দেহাভিমানী জীব	চিদাভাস	Lower-Self	Persona lity.

পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম মায়া উপাধি ধারণপূর্ব্বক সগুণ হইয়া কারণ শরীরধারী ঈশ্বর কথিত হন। সেই কারণ সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি সপ্ত তত্ত্বরূপ সপ্ত উপাধি বা দেহ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে একাংশ দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ" এবং "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" গীতা ১০।৪২। তাহাই ব্রহ্মাণ্ড। এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যাহা আছে তদনুরূপ দেহাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপী জীবেও বর্ত্তমান। ২০শ চিত্রে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের তুলনা করা হইয়াছে। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে ঈশ্বরের সপ্তদেহের অনুরূপ জীবেরও সপ্তদেহ (প্রচলিত মতে পঞ্চদেহ) বর্ত্তমান আছে এবং অনুরূপ লোকে তাহারা ক্রিয়াশীল। আমরা 'গায়ত্রী' ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করিব। যেমন ঈশ্বরের দেহকে 'তত্ত্ব' বলে তেমনি জীবের দেহকে 'কোষ' বলে। বলা বাহুল্য যে 'সপ্তলোকের' ন্যায় 'সপ্তকোষ' পরস্পর অন্তর্নিবিষ্ট এবং একমাত্র ভূর্লোকেই সপ্তকোষ যুগপৎ বর্ত্তমান ও তদূর্দ্ধলোকে ক্রমশঃ এক একটি কোষের তিরোধান হয়।

পূর্ব্বানুবৃত্তি

এতক্ষণ আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কোষতত্ত্ব পর্য্যন্ত আলোচনা করিলাম। ইহা আপাততঃ অবান্তর মনে হইলেও মূল গায়ত্রীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়াই আমার ধারণা। অতএব আর একবার সংক্ষেপে অনুবৃত্তি করিয়া লওয়া উচিত।

আমরা দেখিলাম কোন অব্যক্ত কারণে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে সিসৃক্ষা হইল। তিনি মায়া উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক অক্ষর পুরুষে ও ক্ষর পুরুষে (সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতিতে) বিভক্ত মত হইলেন। তাঁহার একাংশে তিনি

সগুণ হইলেন সবিশেষ হইলেন। ক্ষর পুরুষ বা প্রকৃতি বিকৃত হইয়া সপ্তমূল তত্ত্বে (অবান্তর তত্ত্ব লইয়া ২৪ তত্ত্বে) গঠিত সপ্ত উপাধি বা দেহ আবরণ গ্রহণ করিলেন। ফলে তাঁহার শরীর সপ্তলোক ব্যাপী হইল এবং সপ্তলোক সৃষ্ট হইল। তিনি তৎ তৎদেহে প্রবেশ পূর্ব্বক স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও সাক্ষী চারিপাদে বিভক্ত হইলেন এবং অকার উকার মকার এবং নাদবিন্দু সঙ্কেত বাচ্য ওঁকার হইলেন। তিনি জীবদেহে নানা কোষ (উপাধি) গ্রহণ করিয়া কখন মলিনবুদ্ধি Brain intelligence রূপে tuition রূপে স্থূল দেহাভিমানী জীবে প্রতিভাত হইয়া স্থূল জগৎ দর্শন করেন। আবার নির্ম্মল বুদ্ধিরূপে ধীরূপে (intuition রূপে) সূক্ষ্ম দেহ আশ্রয় করিয়া জীবে চিৎবিম্ব দর্শন করেন। আবার 'প্রাজ্ঞ' পুরুষ হইয়া চিদণুজীবকে (বিন্দুকে) চিৎসমুদ্র (সিন্ধুতে) মিলিত করিয়া দেন—জীবকে শিব করিয়া দেন, সর্ব্বশেষে জীবকে কারণাতীত অবস্থায় লইয়া গিয়া ব্রহ্ম-সত্তায় স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ জগৎকে নিমজ্জিত করেন। স্থূল 'অ'কারকে সূক্ষ্ম 'উ'কারে ও তাহাকে অতি সূক্ষ্ম 'ম'কারে বা কারণে ও পরিশেষে বাক্য মনের অতীত নাদ বিন্দুতে মিলিত করিয়া জীব ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রতিপন্ন করেন।

মন্ত্রার্থ

(ক) শ্রীমৎ সায়নাচার্য্য মতে ১ম প্রকার অর্থ।

যঃ (সবিতা দেবঃ) নঃ (অস্মাকং) ধিয়ঃ (বুদ্ধি) প্রচোদয়াৎ (প্রচোদয়তি, প্রেরয়েৎ) তৎ (তস্য সর্ব্বাসু শ্রুতিষু প্রসিদ্ধস্য) দেবস্য (দ্যোতমানস্য) সবিতুঃ (জগৎ স্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য) বরেণ্যং (সম্ভজনীয়ং সর্ব্বৈরূপাস্যতয়া জ্ঞেয়তাঞ্চ) ভর্গঃ (অবিদ্যা তৎকার্য্যয়ো র্ভর্জ্জনাৎ ভর্গঃ ভ্রসজ্ + অসুন = ভর্গস্, স্বয়ং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্মাত্মকং তেজঃ) ধীমহি (বয়ং ধ্যায়েম, তৎযোঽহং সোঽসৌ. যোঽসৌ সোঽহম ইতি)।

ইহাতে 'তৎ' শব্দ ৬ষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত অব্যয় পদ করা হইয়াছে এবং 'সবিতুঃ দেবস্য' অভেদে ৬ষ্ঠী গণ্য করা হইয়াছে।

(খ) সায়ন মতে ২য় প্রকার অর্থ।

যঃ (যদ্ ভর্গঃ) নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ, সবিতুঃদেবস্য তৎ বরেণ্য ভর্গঃ ধীমহি।

ইহাতে "তৎ" শব্দকে 'ভর্গঃ' শব্দের সহিত অন্বিত করা হইয়াছে এবং 'যঃ' শব্দের পরে 'ভর্গঃ' শব্দ উহ্য রাখিয়া লিঙ্গ ব্যত্যয় দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে কারণ 'ভর্গস্' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

(গ) সায়ন মতে ৩য় প্রকার—

যঃ (সবিতা, সূর্য্যঃ) নঃ ধিয়ঃ কর্ম্মাণি প্রচোদয়াৎ (প্রেরয়তি) (তস্য) সবিতুঃ (সর্ব্বস্য প্রসবিতুঃ) দেবস্য (দ্যোতমানস্য, সূর্য্যস্য) তৎ (সর্ব্বৈঃ দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং) বরেণ্যং ভর্গঃ (পাপানাং তাপকং তেজোমণ্ডলং) ধীমহি (মনসা ধারয়ামঃ)

ইহাতে বিশেষত্ব এই যে সবিতা অর্থে সূর্য্য, ধী অর্থে কর্ম্ম, ধীমহি অর্থে ধারণ করা ; অপর সমস্ত ১ম প্রকারবৎ।

(ঘ) সায়নমতে ৪র্থ প্রকার—

যঃ (সবিতা দেবঃ) নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়তি তস্য প্রসাদাৎ ভর্গঃ (অন্নাদি লক্ষণ ফলং) ধীমহি (ধারয়াম, তস্য আধারভূতা ভবেম)

ইহাতে ৩য় প্রকারবৎ সবিতা অর্থে সূর্য্য, ধী-অর্থে কর্ম্ম, কিন্তু ভর্গ অর্থে অন্ন এবং ধীমহি ধী ধাতু হইতে ধারণ করা অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে কিন্তু প্রথমোক্ত তিন প্রকারে 'ধৈ' ধাতু হইতে ধারণা করা নিষ্পন্ন হইয়াছে।

(ঙ) শাঙ্কর ভাষ্য।

নঃ ধিয়ঃ যঃ প্রচোদয়াৎ (প্রেরয়েৎ, সর্ব্ববুদ্ধি-সঞ্জ-অন্তঃকরণ-প্রকাশক

সর্ব্বসাক্ষী-প্রত্যগাত্মা ইত্যুচ্যতে) তৎ (তস্য আত্মনঃ স্বরূপভূতং পরং ব্রহ্ম) সবিতুঃ (সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-লক্ষণস্য সর্ব্ব প্রপঞ্চস্য, সর্ব্বদ্বৈত-বিভ্রমস্য অধিষ্ঠানং লক্ষতে) দেবস্য (সর্ব্বদ্যোতনাত্মক অখণ্ডচিদেকরসং), বরেণ্যং (সর্ব্ববরণীয়ং, নিরতিশয়ানন্দরূপং) ভর্গঃ (অবিদ্যাদোষ ভর্জ্জনাত্মক জ্ঞানৈক বিষয়ত্বং, সর্ব্ব-প্রকাশ চিদাত্মকং ব্রহ্ম ইত্যেবং) ধীমহি (ধারয়াম)

ইহাতে 'তৎ' শব্দকে ব্রহ্মের নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। যথা ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণ স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতা (গীতা)

(চ) আমরা আচার্যাদ্বয়ের মত শিরোধার্য্য করিয়া নিম্নলিখিতরূপ অন্বয় করিলাম।

দেবস্য (দ্যোতমানস্য, সর্ব্বদ্যোতনাত্মকস্য) সবিতুঃ (জগৎপ্রসবিতুঃ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-লক্ষণকস্য জগৎপ্রপঞ্চস্য অধিষ্ঠানভূতস্য) তৎ (সর্ব্বাসু শ্রুতিষু প্রসিদ্ধং) বরেণ্যং (সম্ভজনীয়ং) ভর্গঃ (স্বয়ং জ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ স্বরূপং) ধীমহি (যোঽসৌ শোঽহং, যোঽহং সোঽসৌ ইতি বয়ং ধ্যায়েম) যঃ (সবিতাদেবঃ জগৎপ্রপঞ্চস্য অধিষ্ঠানভূতঃ ব্রহ্ম তথা সর্ব্বসাক্ষী প্রত্যগাত্মা নঃ (অস্মাকং) ধিয়ঃ (বুদ্ধিঃ, সর্ব্ববুদ্ধি-সজ্ঞ-অন্তঃকরণ-প্রকাশকঃ সন্) প্রচোদয়াৎ (প্রেরয়তু)

বঙ্গানুবাদ

(ক) ১ম ও ২য় চরণ—

মূল—তৎসবিতুবরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি

অন্বয়—দেবস্য সবিতুঃ বরেণ্যং তৎ ভর্গঃ ধীমহি

অর্থ—যিনি জগৎরূপে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ উপাধিতে প্রকাশিত হইয়া জগৎ প্রপঞ্চের আধার বা আশ্রয় ভূমি হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কর্ত্তারূপে বিরাজিত আছেন যিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ, যিনি পরম পূজনীয়, সেই জ্যোতিঃ

স্বরূপকে ধ্যান করি। তিনিও যাহা, আমিও তাহা, আবার আমিও যাহা, তিনিও তাহা—অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম অভেদ এইরূপে।

(খ) তৃতীয় চরণ

মুল। ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ

অন্বয়। যঃ (সবিতা দেবঃ) নঃ ধিয়ঃ (বুদ্ধিঃ) প্রচোদয়াৎ (প্রেরয়তু)

অর্থ। তিনি আমাদের (জীব সমষ্টির, ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের) বুদ্ধিকে নিজ প্রেরণা দ্বারা আলোকিত করুন ও সেই আলোকে দৃশ্য জগৎ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সমস্তই সেই ব্রহ্ম ইহা যেন আমরা অনুভব করিতে পারি।

অতএব ১ম ২য় চরণ ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ স্বরূপের এবং জীব ব্রহ্মে ঐক্য সূচক আর তৃতীয় চরণ মায়াবদ্ধ জীবের প্রার্থনা জ্ঞাপক।

শ্রীমৎ শঙ্কর 'তৎ' শব্দকে "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশে ব্রহ্মণ স্ত্রিবিধস্মৃতঃ" এই প্রমাণে ব্রহ্মের নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন আর শ্রীমৎ সায়ণাচার্য্য ইহাকে কখন সবিতা পদের ও কখন 'ভর্গ' পদের বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য মতে "সেই জ্যোতিঃ স্বরূপকে সৃষ্টি স্থিতি লয় লক্ষণযুক্ত সর্ব্ব জগৎ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান বলিয়া ধ্যান করি" এই অর্থ সূচিত হয়।

উভয় আচার্য্য 'প্রচোদয়াৎ' শব্দ 'প্রচোদয়তি' বা 'প্রেরয়তি' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'প্রচোদয়তু' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সুধীগণ অর্থ গৌরব বিচার করিয়া যে কোন অর্থ গ্রহণ করিবেন।

জটিলতা পরিহার জন্য আমরা অন্যান্য অর্থগুলি গ্রহণ করি নাই।

বহুবচন কেন?

আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমরা মূল মন্ত্রের অর্থের উপ-

সংহার করিব। সেটি এই যে তৃতীয় চরণে 'নঃ' এবং 'ধিয়ঃ' দুইটি বহু-বচনান্ত পদ কেন ?

আমরা দেখিয়াছি যে যিনি ব্রহ্ম তিনিই সমষ্টি ভূখণ্ড, তিনিই সিন্ধু, আর জীব ব্যষ্টি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, বিন্দুমাত্র। এই বিন্দুর পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে 'অহং' ভাবে একক ভাবে, সেই মহাসিন্ধুর ধারণা সম্ভব নহে। তাহা তখনই সম্ভব হইবে যখন বিন্দু জীব সেই সর্ব্ববিন্দুর সমষ্টি মহাসিন্ধুর অস্বতন্ত্র অংশরূপে তাঁহার indivisible partরূপে তাঁহাতেই একাত্মতা ভাবে, নিজেকে ধারণা করিতে পারিবে, তখনই ব্যষ্টির পক্ষে সমষ্টির ধারণা সম্ভব হইবে।

স্বরূপত জীব যদিও ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে কিন্তু উপাধিগত স্বাতন্ত্র্য বর্ত্তমান আছে। অতএব স্বতন্ত্রভাবে জীব নগণ্য হইলেও সেই সর্ব্বের অভিন্ন অংশরূপে ইহা অতি মহান্, সেইজন্য তৃতীয় চরণে এই প্রার্থনা যে ক্ষুদ্র 'আমি'র বুদ্ধি নহে বৃহৎ অনেক 'আমি'র অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিকে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের বুদ্ধিকে আলোকিত করুন যাহাতে 'জীবোঽহন্' 'সীবঽহম্' হইতে পারি। এখন জীবের দৃষ্টিভূমি আমিত্ব গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে, উহা আমিত্ব ছাড়াইয়া সার্ব্বভৌম সর্ব্বত্বপ্রসারি হইয়াছে। সেই জন্য আমি এক নহি অনেক—তাই বহুবচন।

সাধনার উদ্দেশ্য

সাধনার উদ্দেশ্যের দিকে একটু লক্ষ্য করা যাউক। জীবের স্বরূপ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কি? প্রতিবন্ধক হচ্ছে উপাধিতে আত্ম-জ্ঞান। চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া ধাতু প্রস্তরাদি হইতে প্রবৃত্তিমুখী ক্রম বিকাশের ফলে অহং-জ্ঞান প্রবুদ্ধ হইয়া মনুষ্যত্বে উপনীত হইয়াছি। এ অহং জ্ঞানের উদ্বোধন প্রবৃত্তি-পথে, ক্ষুদ্র অহং কে জাগাইয়া হইয়াছে

এখান হইতে দেবত্বের পথে উন্নীত হইতে হইবে ; এখন হইতে ক্রম বিকাশের গতি নিবৃত্তির মধ্য দিয়া ;—অহং-ভূমিকে সার্ব্বভৌম করিতে হইবে I principleকে universal করিতে হইবে। তবেই ক্ষুদ্রাহং পূর্ণাহং হইবে। দেহাত্ম বোধকে ব্রহ্মাত্ম বোধে উদ্বোধিত করাই এখানকার সাধনা। যত যত অন্তরত্তম সূক্ষ্ম উপাধিগুলি তাঁহার আলোকে আলোকিত হইয়া ক্রিয়াশীল হইবে ততই তাঁহা হইতে ব্যবধান ক্ষীণ হইয়া আসিবে। বহির্মূখী জীবকে অন্তর্মূখী করিয়া দেওয়া—জ্যোতিঃ স্বরূপের জ্যোতিঃ প্রবাহের অভিমুখী করিয়া দেওয়া এবং জ্যোতিঃ স্বরূপের সম্বেদন জীবের সর্ব্ব উপাধিতে জাগাইয়া দেওয়া, তাঁহার কৃপা সাপেক্ষ এবং জাগাইয়া লওয়াই গায়ত্রী সাধনার লক্ষ্য।

ঋষি ইত্যাদি

ঋষি। বিশ্বামিত্র ঋষি মূল গায়ত্রী মন্ত্রের দ্রষ্টা।

ছন্দঃ। গায়ত্রী।

দেবতা। সবিতা, প্রসব কর্ত্তা, সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা, সগুণ এবং নিগুর্ণ ব্রহ্ম।

প্রয়োগ। প্রাণায়ামে।

২৫শ চিত্র

[পৃষ্ঠা ৩৮
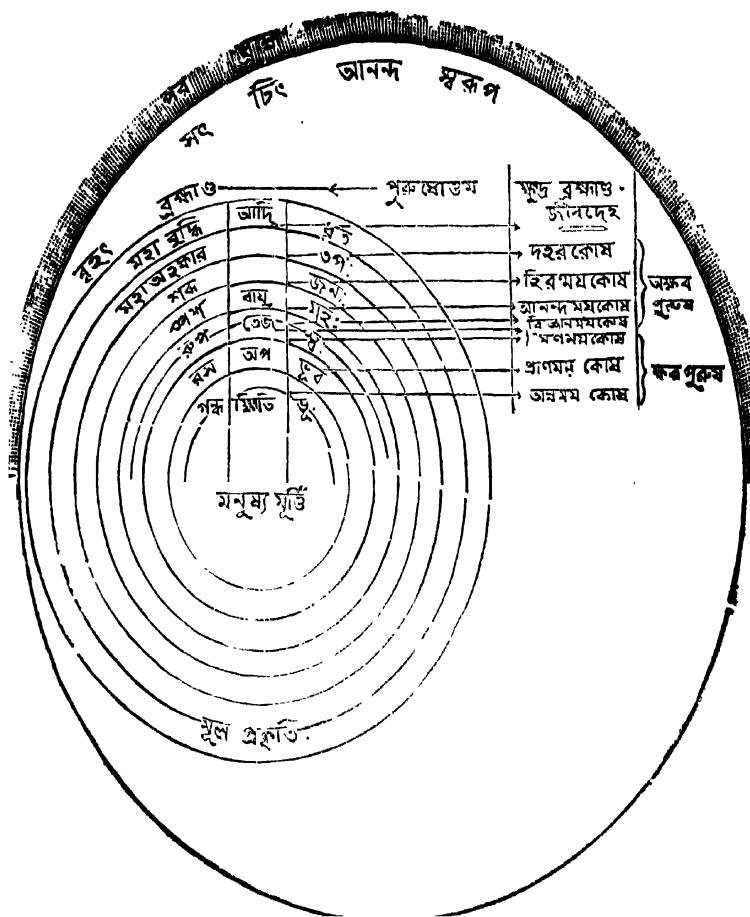
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গায়ত্রী শির

"ওঁ আপোজ্যোতি রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ স্বরোম্।"

এই মন্ত্রটি গায়ত্রীর শির মাথার মুকুট।

প্রকৃতি উপাদানে সপ্ততত্ত্বে গঠিত ভগবানের সপ্তদেহের বিষয় আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি ভাগবত বলেন (২।১।২৫) ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহতত্ত্ব এই সাত সাতটি আবরণে আবৃত এই ব্রহ্মাণ্ডই ভগবানের বিরাট-মূর্ত্তি এবং ইহার অন্তর্গত যে সর্ব্ব নিয়ন্তা পরম পুরুষ তিনিই জীবের ধারণার বিষয়। জীবের ও অনুরূপ সপ্ত উপাধির সপ্ত কোষের কথঞ্চিৎ আলোচনা আমরা করিয়াছি, আর একবার এতদুভয়ের সাদৃশ্যের অনুবৃত্তি করিয়া লই। নিম্ন চিত্রে সপ্ত লোক, সপ্ততত্ত্ব ও সপ্ত কোষের পরস্পর সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল। ২০শ চিত্রে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড "জীব" ও "বৃহৎব্রহ্মাণ্ড" ভগবানের সানুরূপ দেখান হইয়াছে।

১ম। মূল প্রকৃতির প্রথম বিকার মহতত্ত্ব বা মহাবুদ্ধিতত্ত্ব। ইহা সমষ্টি বুদ্ধি cosmic intelligence ইহা ঈশ্বরেই সম্ভবে। এখনও স্বতন্ত্র জীব নাই সব একাকার কারণ-সমুদ্র।

২য়। বুদ্ধিতত্ত্বের বিকার 'অহঙ্কার তত্ত্ব'। ইহাও সমষ্টি অভিমান, এখনও একাকার, স্বতন্ত্রতা জ্ঞান বিশিষ্ট জীব এখনও নাই।

৩য়। তদনন্তর অহঙ্কার তত্ত্বের বিকারে আকাশ তত্ত্ব। এখন সমষ্টি অভিমান ব্যষ্টি অভিমানে নামিয়াছে স্বতন্ত্রতা (individualistic)

২১ শ চিত্র

	Theosophical names	সপ্তলোক	সপ্ততত্ত্ব	জীবকোষ	Theosophical names	
১	Adi or Devine	সত্যলোক	মহত্তত্ত্ব		Supreme-self or Logos	সমষ্টি বুদ্ধি
২	Anupadak or Monadic	তপোলোক	অহঙ্কার তত্ত্ব			সমষ্টি অহঙ্কার
৩	Atmic or spiritual	জনলোক	ব্যোমতত্ত্ব	দহর / হিরন্ময়	Higher self or Monad or Individuality	ব্যষ্টি জীব অভিমান
৪	Buddhik or Intuitional	মহর্লোক	মরুৎ তত্ত্ব	আনন্দময়		ও
৫	Mental — Higher / Lower	স্বর্লোক	তেজস্তত্ত্ব	বিজ্ঞানময় / মনোময়	Lower self or Personality	সূক্ষ্ম দেহাভি-মানী জীব বুদ্ধি
৬	Astral	ভুবর্লোক	আপস্তত্ত্ব			স্থূল দেহ ভি-মানী
৭	Physical	ভূর্লোক	ক্ষিতিতত্ত্ব	প্রাণময় / অন্নময়		জীব

বুদ্ধি সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়াছে। জীবের প্রথম উপাধি দহর কোষ সৃষ্ট হইল। আরও কিছু অগ্রসর হইয়া আর একটি তদপেক্ষা স্থূল উপাধি গ্রহণ করিয়া জীব হিরণ্ময় কোষ ধারণ করিল। সৎস্বরূপের বিম্বে অনুপ্রাণিত হইল।

৪র্থ। তদনন্তর আকাশ তত্ত্বের বিকার প্রসূত বায়ুতত্ত্ব নির্ম্মিত তৃতীয় জীব কোষ আনন্দময় কোষ সৃষ্ট হয়। জীব-জ্ঞান বিশেষ পরিস্ফুট কিন্তু অভাব বোধ নাই। আনন্দ স্বরূপের আলোকে সমুদ্ভাসিত।

৫ম। তদনন্তর বায়ু তত্ত্বের বিকার প্রসূত তেজস্তত্ত্বের সাত্ত্বিক অংশ নির্ম্মিত চতুর্থ কোষ বিজ্ঞানময় কোষ সৃষ্ট হয়। ইহা চিৎ স্বরূপের বিম্বে জ্ঞানোর্জ্জল, নির্ম্মল বুদ্ধির সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থা।

৬ষ্ঠ। তদনন্তর তেজোস্তত্ত্বের রাজসিক ও তামসিক অংশে এবং আপস্তত্ত্বে নির্ম্মিত পঞ্চম কোষ, মনোময় কোষ। ইহা সূক্ষ্ম চিন্তাসংস্কার ও কামনা সংস্কার মূর্ত্তি।

৭ম। ক্ষিতি তত্ত্বের সূক্ষ্ম ইথিরীয় অংশ নির্ম্মিত ষষ্ঠ উপাধি প্রাণময় কোষ। ব্রহ্মের যে ভগ্নাংশ জীব নামে কথিত হয় তাহার একটি শক্তি স্থূল দেহে প্রাণ শক্তিরূপে ক্রিয়া করে। আয়ু পূর্ণ হইলে সেই শক্তি আকুঞ্চিত হইয়া স্থূল দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবে প্রবেশ করে ও পুনরায় জন্মের প্রাক্কালে প্রসারিত হইয়া নূতন দেহ রচনা করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। এই শক্তির কার্য্য প্রাণময় কোষে ব্যক্ত হয়।

৮ম। সর্ব্বশেষে ক্ষিতি তত্ত্বের স্থূলাংশ নির্ম্মিত অন্নময় কোষ বা সপ্তম উপাধি স্থূল দেহ। ইহা পিতৃমাতৃ অংশ প্রসূত এবং ভুক্ত অন্নে বিধৃত।

সাধারণ মনুষ্য সপ্তমকোষ অন্নময় কোষে এবং প্রাণময় কোষে সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল। পঞ্চম কোষ মনোময় কোষে তদপেক্ষা অল্প ক্রীয়াশীল।

সদালাপ সচ্চিন্তা দ্বারা পঞ্চম কোষকে যথেচ্ছ ক্রীয়াশীল করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত কিন্তু সাধনা সাপেক্ষ।

উন্নত সাধকের সমাধি অবস্থায় চতুর্থ কোষ ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে এবং সমাধির গাঢ়তায় তৃতীয় কোষ ক্রিয়াশীল হয়। অপর দুইটী কোষ মুক্ত পুরুষে ক্রিয়াশীল।

বলা বাহুল্য ক্ষিতি, অপ্ , তেজঃ, মরুৎ, এবং ব্যোম শব্দগুলি সাধারণ প্রচলিত অর্থে এই আলোচনায় ব্যবহৃত হয় নাই। ইহাদেব দর্শন শাস্ত্র প্রচলিত অর্থ গৃহীত হইয়াছে। চলিত ভাষায় যাহাকে কঠিন, তরল, বায়বীয় এবং ইথিরীয় পদার্থ বলা হয় সে সমস্তই ক্ষিতি তত্ত্বের সপ্ত উপ-বিভাগের এক একটি বিভাগ মাত্র। ইথারের সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ইত্যাদি হিসাবে চারিটি বিভাগ করা হয় ইহা লইয়াই সপ্ত উপবিভাগ।

শব্দার্থ

আচার্য্য শঙ্কর ও শায়ন উভয়েই 'আপঃ' অর্থে ব্যাপ্তিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন আচার্য্য শঙ্কর 'জ্যোতিঃ' অর্থে প্রকাশরূপ, 'রস' অর্থে সর্ব্বাতিশয়ত্ব সর্ব্বোৎকৃষ্টতা এবং 'অমৃত' অর্থে মরণাদি সংস্কার নির্ম্মুক্তত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। গায়ত্রী শিরের অর্থ করিয়াছেন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব প্রকাশক সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিত্য মুক্ত সচ্চিদানন্দ যে ওঁকার বাচ্য ব্রহ্ম তাহাই আমি।

অন্যরূপ

আপনাদের অনুধাবন প্রার্থী হইয়া এবং আচার্য্য মত শিরোধার্য্য করিয়া অন্যরূপে অর্থে বুঝিতে প্রয়াস করিব।

গায়ত্রী প্রারম্ভে আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম ওঁকার বাচ্য স্থূল, সূক্ষ্ম, বণ ও কারণাতীত। তিনি সগুণে সপ্তব্যাহৃতি বাচ্য সপ্তলোক সপ্ত-তত্ত্ব নির্ম্মিত উপাধি ধারণ পূর্ব্বক বিশ্ব বিস্তৃত হইয়া আছেন এবং তাহার

অন্তরালে অধিষ্ঠান-চৈতন্য ও জ্যোতিঃ স্বরূপে অবস্থিত। ব্যক্তরূপও তাঁহার, আবার অব্যক্তরূপও তাঁহার, তিনিই ব্রহ্মাণ্ড ও তিনি তদ্‌বহির্দ্দেশে অব্যক্ত; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জীব। জীব ইহাঁরই ধ্যানে প্রার্থনা করে "হে বিশ্বরূপ, তুমি আমি এক, কেবল উপাধির ব্যবধান তোমার সহিত আমাকে এক হইতে দেয় না। তুমি কৃপা করিয়া আমার বুদ্ধিকে সমস্ত উপাধিকে, যাহারা তোমার সহিত মিলনের অন্তরায় তাহাদিগকে, তোমার জ্যোতিতে আলোকিত করিয়া দাও"।

ইহার পর গায়ত্রীর মুকুট মণি 'শির'। একবার মানস নেত্রে ভগবানের সপ্ততত্ত্ব নির্ম্মিত দেহের সহিত অনুরূপ জীবদেহের সপ্তকোষ নিরীক্ষণ করুন। (২০ চিত্র), দেখিবেন স্থূল অন্নময় কোষ অভিমানী জীব প্রার্থনা করিয়াছে "আমাকে আপস্তত্ত্ব ও তেজস্তত্ত্বের স্থূলাংশ নির্ম্মিত মনোময় কোষে, তেজস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাংশ জ্যোতিস্তত্ত্ব নির্ম্মিত বিজ্ঞানময় কোষে ও তথা হইতে আরও সূক্ষ্মতর কোষ রসময় আনন্দময় কোষে (শ্রুতি বলিয়াছেন রসোবৈ সঃ) ও সূক্ষ্মতম হিরণ্ময় কোষে ও দহর কোষে চিৎস্বরূপের অংশে 'অমৃত' এবং সর্ব্বশেষে জীব বিন্দুকে ব্রহ্ম সিন্ধুতে মিলাইয়া তোমার আমার মিলনের সর্ব্ববাধা প্রশমিত করিয়া জীবব্রহ্ম এক করিয়া দাও। জ্যোতিস্বরূপের সম্বেদন সর্ব্ব উপাধিতে পূর্ণ মাত্রায় জাগাইয়া নিরুপাধি করিয়া দাও"।

জীব চিরমুক্ত বটে কিন্তু এই উপাধিগুলি তাহার 'স্বরূপ জ্ঞানের' প্রতিবন্ধক। সেইজন্যই প্রার্থনা:-- আমার এই উপাধি গুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন, সুপ্ত তোমাকে অনুভব করিবার শক্তি উদ্বোধন করাইয়া দাও।

ভক্ত রামপ্রসাদ ইহাই লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছিলেন "খুলে দে মা, চোখের ঠুলি, হেরি তব রাঙ্গাপদ"।

আমরা স্থূল উপাধিতে পূর্ণ ক্রিয়াশীল জীব। সূক্ষ্ম উপাধিগুলিতে

ইচ্ছামাত্রে ঐরূপ ক্রিয়াশীল হইতে পারিলে তাহারা স্বরূপ প্রত্যক্ষের অন্তরায় হইতে পারে না।

গায়ত্রী 'সূত্রে' মহাসত্য প্রকাশ, ইহাতে সংক্ষেপে সাঙ্কেতিক শব্দে অতি মহাতথ্য—যথা জীব ব্রহ্ম এক ও ভগবান বিশ্বরূপ ইহা প্রকাশ করা হইয়াছে; ইহাতে একই বিষয় বার বাব উক্ত বা এক অর্থে বহুশব্দ প্রয়োগের অবসর কোথায়? ইহার প্রস্থান ভূমি ওঁকার বাচ্য ব্রহ্ম এবং শৃঙ্খলা পরম্পরায় সপ্তব্যাহৃতি ও সগুণ নিগু ণ ব্রহ্ম নিরূপণ পূর্ব্বক জীব ব্রহ্মের ঐক্য বিরোধী উপাধি পরম্পরায় সত্য জ্ঞানেব বিরোধী প্রতিবন্ধক গুলির তিরোধান তাঁহারই জ্যোতির আলোকে সম্ভাব্য ইহা প্রকাশিত হইয়া জীব সমষ্টির কোষগুলি বা উপাধিগুলির মধ্য দিয়া পুনরায় ব্রহ্মে উপনীত হইয়া পুনশ্চ ভূর্ভুবঃ স্বঃ রূপ সপ্ত ব্যাহৃতি (যাহা ব্যষ্টি জীবের তুলনায় সমষ্টি) সূচক ও সর্ব্বশেষে 'সেই' প্রস্থান ভূমি ওঁকাবে পর্য্যবসিত হওয়াই সুসঙ্গত। এই সাহসেই আমরা গায়ত্রী শিরের উক্ত প্রকার ব্যাখ্যা কবিতে সাহসী হইলাম।

২২শ চিত্র

গায়ত্রা মন্ত্রের শৃঙ্খলা পরম্পরা
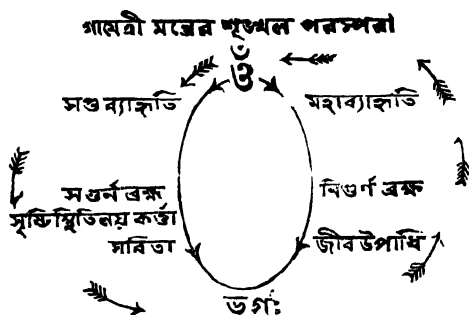
শেষ মহাব্যাহৃতি

শেষ মহাব্যাহৃতি লক্ষণ দ্বারা সপ্তব্যাহৃতি সূচক ও আমরা মন্ত্র আলোচনায় বিশ্ব দর্শন পূর্ব্বক পুনরায় প্রস্থান ভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, তাহারই দ্যোতক, "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" পুনরায় ওঁকারে পর্য্যবসিত হইল ইহাই দেখাইবার জন্য গায়ত্রী শিরের অন্তে "ভূর্ভুবঃ স্বরোম্"। আবার বলিঃ—

> "ওঁমিত্যেতদক্ষর মিদং সর্ব্বং
> ভূত্যং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব
> যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব" ॥

ব্রহ্মের উপাধির যেমন প্রস্থানভূমি starting point সপ্তব্যাহৃতি, তদ্রূপ গায়ত্রী শিরের প্রস্থান ভূমি জীবের উপাধি সপ্তকোষ। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড ভগবান ও ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড জীব একই নিয়মের অধীন।

ঋষি ইত্যাদি

ঋষি। প্রজাপতি

ছন্দঃ। গায়ত্রী

দেবতা। ব্রহ্ম, বায়ু, অগ্নি, এবং সূর্য্য

ব্রহ্ম সর্ব্বতত্ত্বের বাহিরে, সূক্ষ্মতত্ত্বের দেবতা বায়ু, জ্যোতিঃ তত্ত্বের দেবতা অগ্নি এবং জগৎ প্রাণের প্রতীক দৃশ্যজগতের প্রাণস্বরূপ সূর্য্যদেব।

প্রয়োগ। প্রাণায়ামে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তান্ত্রিক গায়ত্রী

আমরা বৈদিক গায়ত্রীর আলোচনার পরে গায়ত্রীর সংক্ষেপ তান্ত্রিক রূপ দেখিবার চেষ্টা করিব। বিভিন্ন ইষ্টদেবতার বিভিন্ন গায়ত্রী কল্পিত হয়। কিন্তু সকল গায়ত্রীর ছাঁচ এক, যথা :—

"... ... ... বিদ্মহে
... ... ধীমহি
... ... প্রচোদয়াৎ"

দ্বিজাতীয়গণ ইহার প্রারম্ভে ও পরিশেষে ওঁকার যুক্ত করেন।

অর্থ :—অভীষ্ট দেবতাকে জ্ঞাত হই, তাঁহাকে ধ্যান করি, তিনি আমাকে প্রেরণা দিন।

ইষ্টদেব কি? ইষ্টমন্ত্র কি? গুরু কে? কি জানিব? কি ধ্যান করিব? কি ভাবে প্রেরণা যাচ্ঞা করিতেছি? এই কয়েকটি প্রশ্নের মীমাংসা হইলেই পূর্ব্ব আলোচনা সাহায্যে তান্ত্রিক গায়ত্রীর অর্থবোধ সুগম হইবে। ব্রহ্ম যখন শুদ্ধ, নিরঞ্জন, নির্গুণ, তখন তিনি চৈতন্য স্বরূপ। আবার যখন তিনি উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ ভাবযুক্ত হইয়া প্রকাশ পান তখন তিনি দেবতা পদ বাচ্য হন। সর্ব্ববিশেষ বর্জ্জিত চৈতন্য স্বরূপই ব্রহ্ম, আর সেই চৈতন্যের বিশেষ বিশেষ অবস্থা "দেবতা"। সেই আত্মা-শক্তির বিশেষ বিশেষ তরঙ্গ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার কার্য্যের সহায়করূপে ক্রিয়াশীল হইয়া দেবকার্য্য সাধিত করে। আবার আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়, তাহারা সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণান্বিত হইয়া তেত্রিশ সংখ্যা বিশিষ্ট হয়

এবং অবান্তর বিষয় ভেদে ইহাদের অসংখ্য ভেদ হয়। সেই অসংখ্যের শব্দ 'কোটী'। সেইজন্য দেবতা সংখ্যা তেত্রিশ কোটী বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিক সূক্ষ্মদেহধারী জীব শ্রেণী (যাঁহারা মনুষ্যাদি অপেক্ষা বহু উচ্চে উন্নত ও সৃষ্টিকার্য্যে সহায়করূপে ক্রীয়াশীল) বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারাই দেবপদ বাচ্য। একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন দেবগণ সেই এক পুরুষোত্তমেরই বহু মূর্ত্তি plural manifestation of the One.

ইষ্টদেব

ইষ্টদেবের পূজা স্বগুণ ব্রহ্মের পূজা এবং উহার নামে ওঁকার যুক্ত হইলে সগুণ, নির্গুণ উভয়ের সাধনা হয়। যিনি নানা উপাধিতে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরের বিশ্বরূপ হইয়া আছেন তাঁহারই পূজা ইষ্টদেবের পূজা।

নির্গুণস্যা-প্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ
সাধকাণাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা।

মনুষ্য জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে নির্গুণকে ধ্যান ধারণায় আনিতে পারে না। সগুণ অবলম্বন না হইলে তাহার পক্ষে ধ্যান ধারণা অসম্ভব। এই পরিদৃশ্যমান জগতের জন্ম **তাঁহাতেই**, স্থিতিও **তাঁহাতেই**, এবং **তাঁহাতেই** ইহার লয় হয়। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। জগতের প্রত্যেক অণু, পরমাণুটি পর্য্যন্ত তাঁহাতেই মাখান, তিনি ওতপ্রোতভাবে সর্ব্বত্র বিরাজমান। এ সমস্তই চিৎ স্বরূপের অজলস্তচিৎ প্রবাহের অনন্ত তরঙ্গ। ইহার যে কোন একটি চিৎ প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে তাঁহার প্রতীকরূপে গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রতীকটি ইষ্টদেব। আপন আপন অভিরুচি অনুসারে ইহার যে কোন নাম ও রূপ দিতে পারা যায় কিন্তু যতক্ষণ ইহাকে প্রতীক-রূপে গ্রহণ করি ততক্ষণই ইহা ইষ্টদেবের স্মারক। সাবধান যেন প্রতীকে, স্বরূপ ভ্রান্তি না হয় হউক না এই প্রতীক জড়বস্তু, ইহা ত আশ্রয়মাত্র

অবলম্বন মাত্র ; ইহাকে জড় বলিয়া গ্রহণ না করিয়া তাঁহার প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিলেই হইল। আলোকচিত্র (Photograph) কাগজের কতকগুলি কলঙ্ক সমষ্টিমাত্র, কিন্তু প্রিয়জনের স্মারক হিসাবে ইহা অমূল্য বস্তু। সাধকেরা বলেন চিন্ময়ী মহতী শক্তির সেই ভাবটি সাধকের ভক্তিহিমে ঘনীভূত হইয়া বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায় ও তাঁহাতে তন্ময়তা জন্মিলে ঐরূপ দেবমূর্ত্তি চক্ষু প্রত্যক্ষ হয়।

গুরু কে ?

গুরু ও ইষ্টদেব অভিন্ন। মনুষ্য দেহ গুরুর আসন মাত্র, আধার মাত্র। ইষ্টদেবই সাধকের অধিকার অনুযায়ী দেহ আশ্রয় করিয়া গুরুশক্তিরূপে প্রকাশ পান। সেই দেহটি—সে আসনখানি আমাদের পূজ্য। অপরের গুরু, আমার গুরু পৃথক নহে, গুরু একমাত্র "তিনি"। তিনিই বিভিন্ন আসনে বা দেহরূপ আধারে আসীন হইয়া আসন নিয়মিত উপদেশ দেন। আধারের বর্ণগত, গঠনগত, বৈচিত্রের জন্যই বিচিত্রতা উপলব্ধি হয় ; কিন্তু একই ইষ্টদেব গুরুরূপী হইয়া বিভিন্ন অধিকারীর মঙ্গলের জন্য বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

অধীত বেদ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সদ্‌গুরুবাচ্য। তিনি অতি শক্তিমান্ ; এবং শাস্ত্র ও যুক্তি বলে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিয়া সম্যক্‌-ভাবে শিষ্যের অজ্ঞান দূর এবং সাধনা বলে শিষ্যহৃদয় সমুদ্দীপিত করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা কৌলিক নিয়মানুসারে তান্ত্রিক মন্ত্রাদি প্রদান করেন তাঁহারা শিষ্যকে ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিয়া জীবের আত্মোন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। শক্তিমান্ গুরুর উপদেশ অমোঘ।

ভগবানের নিজস্ব কোন মূর্ত্তি নাই। সব মূর্ত্তিই তাঁহার মূর্ত্তি। সাধকের সংস্কারানুযায়ী মূর্ত্তিই ইষ্টমূর্ত্তি। মনে মনে কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তির ধ্যান করিলে প্রতিদিনের অভ্যাসের ফলে ঐ সকল মূর্ত্তি দর্শনও হয়।

মন্ত্র

মন্ত্র ইষ্টদেবের দ্যোতক শব্দ সঙ্কেত। যেমন ওঁকার সগুণ নির্গুণ উভয়ের দ্যোতক তদ্রূপ। বিশেষ বিশেষ শব্দে বিশেষ বিশেষ অনুভূতি জাগাইয়া তোলে, সেইজন্য বিভিন্ন ইষ্ট দেবতার বিভিন্ন মন্ত্র। ফলতঃ গুরু, মন্ত্র ও ইষ্টদেব তিনই এক। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ।

গায়ত্রী বলেন প্রথমে "বিদ্মহে" কর। ভগবানের ইষ্টদেবের স্বরূপ জানিয়া লও। তিনি নির্গুণ আবার সপ্ততত্ত্বে সপ্ত উপাধিতে ভূষিত বিশ্বরূপ হইয়া বিরাজিত। বিশ্ব তাঁহার গাত্রজ্যোতিঃ মাত্র। তারপর কর "ধীমহি"। "ধীমহি" সাধকের ভাবের উপর নির্ভর করে। মনীষিগণ পঞ্চবিধ ভাবের সাহায্যে উপাসনার উপদেশ দেন যথা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর।

(ক) তুমি পিতা, তুমি মাতা, আমি পুত্র, আমি কন্যা, এইভাবে ধ্যানের নাম শান্তভাব যেমন ধ্রুবের।

(খ) তুমি প্রভু আমি ভৃত্য এই ভাবে উপাসনার নাম দাস্য ভাব যেমন হনুমান গরুড় ইত্যাদির।

(গ) তুমি পুত্র, তুমি কন্যা, আমি পিতা, আমি মাতা, এইভাবে উপাসনার নাম বাৎসল্যভাব, যেমন নন্দ, যশোদা, মেনকা, কৌশল্যা ইত্যাদির।

(ঘ) তুমি আমি বন্ধু, ইহাই সখ্যভাব, যেমন অর্জ্জুন, বিভীষণ, শ্রীদাম, সুদাম, সুবল প্রভৃতির।

(ঙ) তুমি পতি, আমি পত্নী, এইভাবে ধ্যান করাকে মধুর ভাব বলে যেমন শ্রীরাধিকা ও গোপীগণের, অতএব ধীমহি'তে সেই সেই ভাবের অনুকুল চিন্তা করিতে হয়।

অন্তে 'প্রচোদয়াৎ', ইহা প্রার্থনা সূচক—হে ভক্তের ভগবান্, তুমি

আমার ভাবের অনুকূল প্রেরণা দাও, আর পরিশেষে দাও সাষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কিম্বা নির্ব্বাণ মুক্তি।

সাষ্টি—ভগবানের মূর্ত্তি বিশেষে লীন ও তাঁহার সমান প্রভাবশালী হইয়া ঐশ্বর্য্যাদি ভোগ।

সালোক্য—ভগবানের সহিত একলোকে বাস করা।

সাযুজ্য—তাঁহার সহিত ঐক্য লাভ করা।

সারূপ্য—ভগবৎ স্বরূপ লাভ করা।

নির্ব্বাণ—আমিত্বের পূর্ণ প্রসার বা সম্যক্ প্রতিষ্ঠার নাম নির্ব্বাণ বা সোঽহং মুক্তি। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন। যখন বিন্দু জীব, সিন্ধু ভগবানে একীভূত হইয়া যায়, বিন্দুই সিন্ধু হইয়া যায় তাহাই নির্ব্বাণ। ইহাতে জীবত্বের ধ্বংস হয় না বরং অনন্ত প্রসারিত হইয়া জীব ভগবত্তুল্য হইয়া যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অধিকারী ভেদ

প্রত্যেক জীবের স্থূল দেহে একটি সনাতন শক্তি অবস্থিতি করে, যাহাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আণবিক শক্তি (Permanent atom) কহে। জীব কর্ম্মানুসারে দীর্ঘ বা অদীর্ঘকাল [illegible] করে ও ভোগ শেষে প্রথমে পূর্ব্বকর্ম্ম-সংস্কারানুরূপ মনোময় কোষে প্রবেশ করে তাহার পর তদ্রূপ প্রাণময় কোষে প্রবেশ করে এবং পরিশেষে কর্ম্মফলদাতা দেবগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ফলোন্মুখ কর্ম্মভোগের অনুকূল সমাজ ও বংশ, তদনুকূল পিতামাতা প্রাপ্ত হইয়া স্থূলদেহ গ্রহণ করে। এই স্থূলদেহটী পিতামাতা হইতে লব্ধ, ইহার প্রত্যেক অণু সেই সেই বংশে প্রবাহিত সনাতন শক্তিতে অনুপ্রাণিত। ইহা জীবের উর্দ্ধাধোগতির প্রতিকূল কিম্বা অনুকূল হইয়া থাকে এবং কতকগুলি শক্তি জীবদেহে ক্রিয়াশীল হয় ও কতকগুলি বীজভাবে সুপ্ত থাকে।

যে বংশের যিনি স্থাপয়িতা গোত্রপতি তাঁহার যে সমস্ত গুণ প্রাধান্য ছিল তাঁহার বংশধরদিগের প্রত্যেকেই বংশ পরম্পরাক্রমে সেই সেই গুণের অধিকারী হইয়া থাকেন। সে কুলের দেবতা "কুলদেবতা" অলক্ষ্যে থাকিয়া সেই বংশধরদিগের মধ্যে সেই সদ্‌গুণগুলি সজাগ রাখিবার অনুকূল প্রেরণা দিতে থাকেন। জীবের উচ্চনীচ কূলে জন্ম আকস্মিক নহে (accident of birth অসম্ভব) পূর্ব্বকর্ম্ম প্রসূত সংস্কার অদৃষ্টদেব-নির্দ্দিষ্ট পথে ফলদায়ী হইয়া ইহার সংঘটন করে। কুলগুরুর কার্য্য 'কুলদেবতার'

মন্ত্র শিষ্যকে প্রদান করা এবং নিজে সাধনশক্তি সম্পন্ন হইলে সেই শক্তি শিষ্যে সঞ্চালিত করা।

এই উদ্দেশ্যে বোধ হয় কুলগুরুর প্রথা প্রচলিত হয়। কুলগুরু শিষ্যকে কুলদেবতার মন্ত্র প্রদান করিয়া সেই সাধনপথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ঐ সাধনপথে অগ্রসর হওয়া শিষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

প্রত্যেক মন্ত্রের এক একটি বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে। মন্ত্র যথাযথ এবং অর্থবোধের সহিত উচ্চারিত হইলে সেই শক্তি উদ্বোধিত হয়—প্রথম মন্ত্রদ্রষ্টায় যে ঝঙ্কার উঠিয়াছিল সেই ঝঙ্কার উচ্চারণকারীর দেহ উপাধিতে অনুভূতি হইতে থাকে। যাঁহারা পূর্ব্বকর্ম্মফলে উচ্চ কিংবা নীচ কর্ম্মের অধিকারী হইয়া তদনুরূপ কূলে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সেই সেই কুলের অন্তর্নিবিষ্ট সুযোগ বা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেইজন্য ব্রাহ্মণদেহ, ক্ষত্রিয়দেহ, বৈশ্যদেহ এবং শূদ্রদেহ বিভিন্নরূপে ক্রিয়াশীল। এই দেহগুলি তদধিষ্ঠিত পুরুষের ক্রিয়মান্ কর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রারব্ধ নির্দ্দিষ্ট উপাধিগত কার্য্য করিতে থাকে এবং স্বভাবতঃই সত্ত্ব, রজঃ কিম্বা তমঃ প্রধান হয়। ব্রাহ্মণ যতই নীচকর্ম্ম রত হউন, উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি উচ্চ সত্ত্বগুণান্বিত কর্ম্মের উপযোগী দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং অল্পায়াসে সৎকর্ম্মপরায়ণ হইতে পারেন। তদ্রূপ কর্ম্মে অন্যবর্ণের ততখানি হয় না। নিম্নবর্ণের স্থূলদেহে উচ্চবর্ণের কর্ম্ম আচরণ-চেষ্টা স্বভাবতঃই অধিক বাধাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু উচ্চকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফলে জীব পরজন্মে উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া সৎকর্ম্মানুকূল দেহ লাভ করেন ও সেই বর্ণসুলভ সুযোগ প্রাপ্ত হন। ঋষি বিশ্বামিত্র সাধন বলে ক্ষত্রিয় দেহে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ-সুলভ ক্ষমাগুণ লাভ করিতে পারেন নাই বরং ক্ষত্রিয়সুলভ প্রতিহিংসা পরায়ণ ছিলেন। আপনারা জ্ঞাত আছেন দ্রোণাচার্য্য অনার্য্য একলব্যের অস্ত্রশিক্ষায় প্রীত হইয়া গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদন

করাইয়াছিলেন পাছে অনার্য্য একলব্য ক্ষত্রিয় দুর্লভ অস্ত্র শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া অনার্য্য দেহসুলভ অসংযম দ্বারা সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া মহা অনর্থ ঘটাইয়া ফেলে ও নিরয়গামী হয় এই ভয়েই এইরূপ কঠোর আদেশ দিতে হইয়াছিল।

ওঁকার মন্ত্রের বিশেষ গুণ এই যে উহা দেহের সুপ্তশক্তি জাগ্রত করাইয়া দেয়। ইহার সাধনার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। পাপাচরণ করিবার সময় কিংবা তৎপূর্ব্বে অথবা কলুসিত দেহে ইহার উচ্চারণ নিষেধ। সেই পবিত্র স্বরূপকে ধ্যান করিবার সময় যথাসাধ্য পবিত্র হইতে হয়। যাঁহারা পূর্ব্ব সংস্কার ও কর্ম্মফলে দ্বিজ বর্ণের দেহ প্রাপ্ত হন নাই তাঁহারা দেখিবেন যেন নিম্ন শ্রেণীর স্থূলদেহে তদ্দেহ সুলভ নীচ প্রবৃত্তি জাগিয়া না উঠে। বোধ হয় এই জন্যই ওঁকার উচ্চারণে অধিকারী ভেদ প্রচলিত আছে।
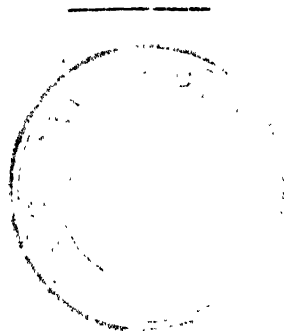
নবম পরিচ্ছেদ

সমগ্র গায়ত্রীর অর্থ

মূল	
ওঁভূঃ ওঁভুবঃ ওঁস্বঃ ওঁমহঃ ওঁজনঃ ওঁতপঃ ওঁ সত্যং	যিনি ব্যক্ত সগুণ রূপে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ রূপে বিশ্বব্যাপী হইয়া আছেন এবং অব্যক্ত কারণাতীত রূপে ওঁ-কার বাচ্য হইয়া থাকেন, সপ্তলোক যাঁহাতে অন্তর্নিবিষ্ট।
ওঁ তৎসবিতু-র্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি	যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্তা পরম পূজনীয় স্বয়ং প্রকাশ জ্যোতি-স্বরূপ তাঁহাকে ধ্যান করি ; তিনি ও আমি স্বরূপতঃ অভেদ।
ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ	তিনি ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জীব সমষ্টির নির্ম্মল বুদ্ধিকে ধীশক্তিকে নিজ প্রেরণা দ্বারা উদ্বোধিত করিয়া আমাদের সর্ব্ব উপাধিকে আলোকিত করিয়া দিন, যাহাতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব আমরা অনুভব করিতে পারি।
ওঁ আপো জ্যোতিরসোহ-মৃতম্ ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্	আমাদিগের, সমগ্র জীব সমষ্টির মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, হিরন্ময় দহর কোষ তাঁহার কৃপায় উদ্বোধিত হউক, অমৃতবিন্দু জীব অমৃত সিন্ধু পরব্রহ্মে নিমজ্জিত হউক ; জীব ব্রহ্মের একত্ব প্রত্যক্ষ হউক।

প্রাত্যহিক জপ

ওঁ

ভুর্ভুর্বঃ স্বঃ

তৎসবিতুর্বরেণ্যং

ভর্গোদেবস্য ধীমহি

ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ

ধিয়োয়োনঃ শব্দে শেষ "য়"টিকে "জ" এইরূপ উচ্চারণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ

গায়ত্রী সাধনার ক্রম

প্রাণায়ামে

১। ওঁকার। ইহাতে স্থূল অকার মাত্রা হইতে সূক্ষ্ম উকার ও কারণ মকার ও কারণাতীত নাদবিন্দু অবস্থায় লইয়া যায়। বাহ্য হইতে অন্তরে গতি।

২য়। সপ্তব্যাহৃতি। ইহাতে স্থূল ক্ষিতি তত্ত্ব হইতে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত লইয়া যায় ও ওঁকারযুক্ত হইয়া নির্ব্বিশেষ স্বরূপ পর্য্যন্ত লইয়া যায়। বাহ্য হইতে অন্তরে গতি।

৩য়। প্রথম চরণ। ইহাতে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সৃষ্টি, এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তার উপর লক্ষ্য। বাহ্য হইতে অন্তরগতি।

৪র্থ। দ্বিতীয় চরণ। জ্যোতিঃ স্বরূপের জ্যোতির উপর লক্ষ্য। অন্তরে স্থিতি।

৫ম। তৃতীয় চরণ। জ্যোতিঃ স্বরূপের উপর লক্ষ্য রাখিয়া ক্রমশ কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল বিশ্বের কল্যাণ প্রার্থনা। অন্তর হইতে বহির্গতি।

৬। শির। ক্রমশ স্থূল কোষ হইতে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম কোষের মধ্য দিয়া অমৃত বিন্দু জীবকে সর্ব্বশেষে অমৃতসিন্ধু ব্রহ্ম স্বরূপে নিমজ্জন। বাহ্য হইতে অন্তরে গতি।

৭। শেষ মহাব্যাহৃতি, ও ওঁকার। পুনরায় স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে কারণ ও সর্ব্বশেষ ওঁকারে সাক্ষী পরম ব্রহ্মে স্থিতি। বাহ্য হইতে অন্তরে গতি ও স্থিতি।

প্রত্যেক চরণে প্রধানতঃ ধারণার বিষয়টি তলরেখা দ্বারা সূচিত করা হইল। পৃঃ ? দ্রষ্টব্য ঃ—

পথের পরিচয় 'টাইম টেবল্' এ পাওয়া যায় বটে কিন্তু পাঠ মাত্র গন্তব্য স্থানে পৌছান যায় না, উপযুক্ত পাথেয় সংগ্রহ পূর্ব্বক তন্নির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিতে হয়। সেইরূপ গায়ত্রীর শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পরিচয় পাঠ করিলেই গায়ত্রীতে সিদ্ধি লাভ হয় না। ইহাকে যথা নির্দ্দিষ্ট উপায়ে শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসন করিয়া সাধন করিতে হয়। বিনা সাধনায় সিদ্ধি হয় না।

উপসংহার।

আমরা সমবেত কণ্ঠে সেই ওঁকাররূপী ঐশী শক্তিকে স্তব করি। যতদিন জ্ঞান নেত্র উন্মীলিত না হয়, যতদিন আত্মরাজ্যে প্রবেশ না ঘটে ততদিন সগুণ অবলম্বন, আশ্রয় করিতে হয়। ততদিন ভক্ত ও ভগবান্, রূপে আমি ও তিনি দুই। ততদিনের সাধনা ওঁকার মধ্যস্থিত ইষ্টমূর্ত্তিতে জীব ও ভগবানের—অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত দ্বৈত মূর্ত্তি। আর শেষে তাঁরই কৃপায় আত্মরাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে (কত জন্মে হইবে জানি না) তিনি আমি এক, তখন আরাধিকা রাধিকা-জীব সেই পরম পুরুষে মিলিত হইবে ও ভগবান্ ওঁকারে বিলীন হইবেন। তখনই "সর্ব্বমোঙ্কার এব"। ওঁ। ঐ ওঁকার মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করুন।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁশান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ঐ যে বাক্য মনের অগোচর অব্যক্ত অসীম ব্রহ্ম উনি আমাদের (স্থূলদর্শীদের) পক্ষে বহুদূরবর্ত্তী, উনিই পূর্ণ। আবার যে বিশ্বরূপে ব্যক্ত সসীম ব্রহ্ম ইনি সবিশেষ এবং আমাদের অনুভব গ্রাহ্য। ইনিও পূর্ণ। ঐ অসীম "পূর্ণ" হইতে এই সসীম "পূর্ণ" উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ অসীম পূর্ণ হইতে এই সসীম পূর্ণ বাদ দিলে সেই পূর্ণ-স্বরূপই অবশিষ্ট থাকেন।

ওঁ তৎসৎ

সম্পূর্ণ।